NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি: উদ্ভাবনার প্রসার ও ভবিষ্যতের নির্মাণ

নিজের জন্য জ্ঞান বাঁচিয়ে রাখুন, সঞ্জয় মঞ্জরেকরকে ধুয়ে দিলেন সামি ৮

কলকাতা ২২ নভেম্বর ২০২৪ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.11.2024, Vol.18, Issue No. 161 8 Pages, Price 3.00

নীচুতলার পুলিশের একাংশের গাফিলতি নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা

সতর্ক থাকতে নির্দেশ শপিংমল কর্তৃপক্ষকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডির সর্বস্তরে রদবদল করা হবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্ন থেকে এ কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং 'অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো'-কে আরও শক্তিশালী করারও নির্দেশ দিলেন তিনি। রাজ্যে আলু-পেয়াঁজের মূল্যবৃদ্ধির উপর রাশ টানতে একাধিক পদক্ষেপের কথা জানাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময়েই উঠে আসে নিচুতলার পুলিশের একাংশের গাফিলতির কথা। এমনকি, নিচুতলার সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের একাংশের উপরেও অসন্তুষ্ট মমতা। বালি-কয়লা পাচারের অভিযোগের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের নিচুতলার একাংশকে জুড়ে দেন তিনি।

রাজ্যে কয়লা এবং বালি পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, রানিগঞ্জ এলাকায় মাঝেমধ্যেই বেআইনিভাবে কয়লা তোলা এবং পাচারের অভিযোগ উঠে আসে। একই ধরনের অভিযোগ ওঠে বালি চুরির ক্ষেত্রেও। রাজ্যের একাধিক জেলায় নদী থেকে অবৈধভাবে বালি চুরির অভিযোগ উঠে এসেছে। কয়লা ও বালি পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা বার বার আক্রমণ শানিয়েছে শাসকদল তৃণমূলের দিকে। যা একেবারেই বরদাস্ত করতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। রাজনীতির রং না দেখে পদক্ষেপ করার কথা বলেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে এই অবৈধ কারবারে সাহায্য করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের নিচুতলার একাংশ।

নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সিআইএসএফের একাংশ বা পুলিশের একাংশ টাকা খেয়ে চুরি করবে; এটা আমি হতে দেব না। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের লোকও যুক্ত থাকেন, তাঁকে আইনত চেপে ধরুন। জেলে পাঠান।' তোলাবাজির সঙ্গে দলের কেউ জড়িত থাকলে সরকার যে তাঁকে আড়াল করবে না, তা-ও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি, ভিনরাজ্য থেকে রাজ্যে অস্ত্র প্রবেশ করছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তা বন্ধ করতে রেলের কর্তাদের সঙ্গে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেন তিনি। সতর্ক করেন রাজ্যের বিভিন্ন শপিং মলের কর্তৃপক্ষকেও। সমাজবিরোধীরা শপিং মলে আশ্রয় নিচ্ছে বলে সন্দেহ মমতার। শপিং মলকে ব্যবহার করে জাল নোটের কারবার ছড়ানো হতে পারে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। জাল নোট কী ভাবে রাজ্যে প্রবেশ করছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। প্রতিটি জেলার সীমানায় এবং আন্তঃরাজ্য সীমানায় বাধ্যতামূলক নাকা চেকিংয়ের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিছু দিন আগেই কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কসবায় তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি করার চেষ্টা হয়। তবে পিস্তল কাজ না করায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তিনি। ওই ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে বিহারের দুষ্কৃতীদলের যোগের কথা। এর আগেও বিহার থেকে বাংলায় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশের একাধিক অভিযোগ উঠেছে। একাধিক গ্রেপ্তারিও হয়েছে।

তুষারাবৃত্ত...

শীতের সাজে সেজে উঠেছে পাহাড়ের প্রকৃতি। মরশুমের প্রথম তুষারপাত দার্জিলিঙে। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বরফে সাদা হয়ে যায় সান্দাকফু।

কন্যাশ্রীর টাকা: হ্যাকিংয়ের আশঙ্কায় সব জেলাকে সতর্ক করে ছয় নির্দেশ

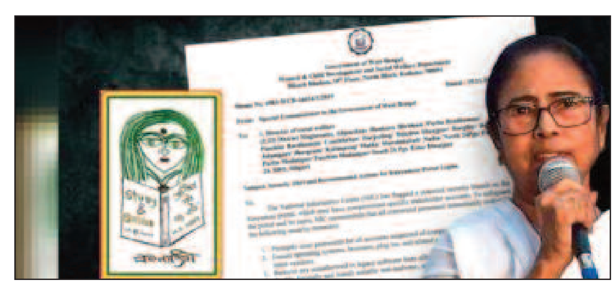

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক জনের ট্যাবের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়াকে প্রথমে সাধারণ গোলমাল বলেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এর নেপথ্যে একটি চক্র রয়েছে। আশঙ্কা, একই ধরনের চক্র অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে কন্যাশ্রীর টাকাও হাতানোর চেষ্টা করতে পারে। আর তা জানার পরেই নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর সব জেলাশাসককে চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করেছে। গত মঙ্গলবার পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, কন্যাশ্রী পোর্টালে জালিয়াত চক্র হানা দিতে পারে বলে রাজ্যকে জানিয়েছে ন্যাশনাল ইনফর্মেটিকস সেন্টার (এনআইসি)। এর ফলে অনেক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে সমস্যা হতে পারে। সেটা রুখে দেওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা-ও এনআইসি রাজ্যকে জানিয়েছে। সেই মতো ছ'দফা নির্দেশ পাঠানো হয়েছে রাজ্যের পক্ষে। জেলাশাসক ছাড়াও সব জেলার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরকে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে। নির্দেশে সবার আগে বলা হয়েছে, যে সব অ্যাকাউন্টে বিপদ হতে পারে সেগুলির পাসওয়ার্ড বদলে নিতে। এর পরে অপারেটিং সিস্টেম, ব্রাউজার, প্লাগ-ইন এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার সর্বশেষ ভার্সনে আপডেট করে নিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় নির্দেশে বলা হয়েছে, কম্পিউটারে যদি এমন কোনও সফটওয়্যার থাকে, যা থেকে বিপদ হতে পারে, তা সরিয়ে ফেলতে হবে। ফায়রওয়াল সক্রিয় করার পাশাপাশি চতুর্থ নির্দেশে যথাযথ অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার, অ্যান্টি-র্যানসামওয়্যার এবং অ্যান্টি-এক্সপ্লয়েট সফটওয়্যার ইনস্টল করার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, কম্পিউটার নিয়মিত স্ক্যান করতে হবে। সর্বশেষ তথা ষষ্ঠ নির্দেশে বলা হয়েছে, কোনও ভাবেই কেউ কম্পিউটারে ব্যবহারের পাসওয়ার্ড-সহ কোনও ক্রেডেনশিয়াল ওয়েব পেজে সেভ করে রাখবেন না। এই ছয় নির্দেশ পালন করার পরে সেটা জানাতেও বলা হয়েছে। কারণ, রাজ্য সেটা এনআইসিকে জানাবে। তরুণের স্বপ্নের থেকেও অনেক বেশি বিস্তৃত কন্যাশ্রী প্রকল্প। তরুণের স্বপ্নে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরই শুধু ট্যাব কেনার টাকা দেওয়া হয়। সেখানে কন্যাশ্রীর টাকা দেওয়া হয় অনেক বেশি ছাত্রীকে। এই প্রকল্পে অর্থ প্রাপকের সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। একটি পোর্টাল থেকেই গোটাটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই সেই পোর্টালে কোনও ভাবে জালিয়াতেরা থাবা বসালে বিপদ অনেক বেশি হবে বলে আশঙ্কা। এ নিয়ে প্রধানশিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'আগেই এই ধরনের উদ্যোগ দরকার ছিল। প্রত্যেক ছ'মাস অন্তর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা উচিত। স্কুলের আধিকারিকদের দিয়ে নয়, সরকারের তত্ত্বাবধানে এটি হওয়া উচিত।' সুরক্ষার বিষয়টিকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন কলেজিয়াম অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার্স অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেস-এর সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস। তিনি বলেন, 'কোনও স্কুলকে যাতে সাইবার কাফেতে গিয়ে পোর্টালের ডেটা আপলোড করতে না হয়, সেটা দেখা উচিত। তার জন্য কমপক্ষে এক জন কম্পিউটার শিক্ষিত ক্লার্ক এবং নেট কানেকশন সম্বলিত কম্পিউটার প্রতিটি স্কুলকে দেওয়া উচিত।'

১৭ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল কেন্দ্র

■ সাইবার অপরাধ এবং ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো ঘটনা ঠেকাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পদক্ষেপ করল। যে অ্যাকাউন্টগুলি থেকে এই ধরনের সাইবার প্রতারণার কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে, তার বেশ কয়েকটি চিহ্নিত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সূত্রের খবর, ১৭ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এগুলির বেশির ভাগই পরিচালনা করা হচ্ছে কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, তাইল্যান্ডের মতো বেশ কয়েকটি দেশ থেকে। গত কয়েক মাস ধরে নানারকম সাইবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে দেশ জুড়ে। তার মধ্যে যে বিষয়টি জনমানসে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে তা হল 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদিও সরব হয়েছেন। এমন অভিযোগ বার বার প্রকাশ্যে আসতেই, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে মন্ত্রক। সূত্রের খবর, সেই নজরদারি চালানোর সময় বেশ কিছু সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের হদিশ পায় তারা। তখনই হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে ওই অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র।

জঙ্গিহানায় হত ৩৮

■ আবারও পাকিস্তানে বড়সড় জঙ্গি হামলা। বৃহস্পতিবার সে দেশে খাইবার পাখতুনখোয়ায় একটি যাত্রিবাহী গাড়ি লক্ষ্য এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছেন, হামলার ঘটনায় ৩৮ জন নিহত হয়েছেন। শিশু এবং মহিলা-সহ আহতের সংখ্যাও অনেক। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়িতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে রেকর্ড অর্থ

■ পুজোর আগে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র দাপটে বাংলায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছে, কৃষিজমির ক্ষতি হয়েছে। সেসব সমীক্ষা করে দেখে হিসেব অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কাজ চলছে। তবে তারই মধ্যে এবার কৃষকবন্ধু প্রকল্পে রেকর্ড অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে নতুন করে আরও ৫ লক্ষ ৭ হাজার মহিলাকে যুক্ত করা হচ্ছে। এঁরা ডিসেম্বর মাস থেকে ভাতা পাবেন। ফলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের মোট উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ২ কোটি ২১ লক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্য কোনও রাজ্যে এত মানুষ এইরকম কোনও প্রকল্পের আওতায় নেই। এটা রেকর্ড।

'আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী'

ঘুষ-কাণ্ডে শিল্পপতিকে গ্রেপ্তারের দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: ঘুষ-কাণ্ডে নাম জড়ানোর পরেই শিল্পপতি গৌতম আদানিকে গ্রেপ্তার করার দাবি তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বললেন, 'আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।' আমেরিকায় গৌতম আদানি-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় আধিকারিকদের কোটি কোটি টাকার ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন রাহুল। সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এবং আদানিকে কার্যত একাসনে বসিয়ে আক্রমণ শানান রাহুল। বলেন, 'মোদি এবং আদানি দু'জনেই দুর্নীতিগ্রস্ত। আজই আদানিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। কিন্তু আদানিজিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেই। কারণ, উনি নিজেই আদানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।' বিষয়টি নিয়ে সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেস সরব হবে বলেও জানিয়েছেন রাহুল।

আদানির বিরুদ্ধে ভারতকে 'হাইজ্যাক করা' এবং ১ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করার অভিযোগও তুলেছেন রাহুল। এই প্রসঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত আদানিকে রক্ষা করার অভিযোগ তুলে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-র প্রধান মাধবী পুরী বুচকে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি তুলেছেন রায়বরেলীর কংগ্রেস সাংসদ। সম্প্রতি আমেরিকার সংস্থা হিন্ডেনবার্গ অভিযোগ করে যে, আদানিরা বিদেশে যে টাকা সরিয়েছেন, তাতে অংশীদারি রয়েছে সেবি প্রধান মাধবী এবং তাঁর স্বামী ধবল বুচের। তার পরেই এই বিষয়ে তদন্তের দাবি তোলে দেশের বিরোধী দলগুলি।

বৃহস্পতিবার রাহুল অভিযোগ করেন যে, আদানির টাকায় বিজেপি চলে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে ভোটপ্রচারে গিয়ে আদানি-বিজেপি আঁতাঁতের অভিযোগ তুলে রাহুল দাবি করেছিলেন, মুম্বইয়ের বিমানবন্দরের পরে ধারাভি বস্তির জমিও আদানির হাতে তুলে দিতে চান মোদি। তা থেকে আদানির ১ লক্ষ কোটি টাকা আয় হবে বলে দাবি করেন রাহুল।

ভারতের সৌর প্রকল্পের জন্য ভারতের সরকারি আধিকারিকদের ২২৩৭ কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আদানির বিরুদ্ধে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, গৌতম এবং তাঁর ভাইপো সাগর আদানি, দু'জনের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আমেরিকার প্রশাসন। আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভারতের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, যা থেকে ২০ বছরের ২০০ কোটি ডলার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই প্রকল্পের জন্য সরকারি আধিকারিকদের প্রায় ২২৩৭ কোটি ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল আদানি গোষ্ঠী।

ঘুষ-কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে গৌতমের ভাইপো সাগরেরও। এ ছাড়াও আরও অনেকের নাম সেই তালিকায় জমা পড়েছে। ভারতের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভারতীয় আধিকারিকদের এই বিপুল টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গৌতম-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে। নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিসট্রিক্টে এই ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাবটি পেশ করা হয় বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে। আর সেই কারণেই আমেরিকার ব্রুকলিন ফেডারেল কোর্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মালব্যর নিশানায় 'সোরসের চক্রান্ত'

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: আদানিদের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে চারটি রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তার একটিও বিজেপি শাসিত ছিল না সে সময়। আমেরিকার আদালতে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী নেতাদের অভিযোগের জবাবে বৃহস্পতিবার এই যুক্তি দিল পদ্মশিবির। বিজেপির আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্য এই ঘটনায় আমেরিকার ধনকুবের জর্জ সোরসের 'চক্রান্তে'রও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক্স পোস্টে তাঁর মন্তব্য, 'জর্জ সোরসের হাতের পুতুল হওয়াই এখন কংগ্রেসের পছন্দ।' ঘটনাচক্রে, গত বছর হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থার বিরুদ্ধে কারচুপি করে তাদের সংস্থাগুলির শেয়ার দর বাড়ানোর অভিযোগ তোলার পরেও সোরসের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, 'আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।' পাশাপাশি আদানিকে গ্রেপ্তারির দাবিও তোলেন তিনি। জবাবে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'ঘুষের অভিযোগ তো বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির দিকে। তৎকালীন কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যের নামে আমেরিকায় অভিযোগ ওঠেনি। রাহুল গান্ধি ২০১৯ সালেও রাফাল যুদ্ধবিমান চুক্তি নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন। পরে আদালত তাঁর অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিল।'

ট্যাব-কাণ্ড

বাড়ল ধৃতের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাব-কাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা আরও বাড়ল। এ বার গ্রেপ্তার করা হল বিহারের এক বাসিন্দাকে। শিলিগুড়ি থেকে বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। অন্য দিকে, বনগাঁ থানার পুলিশ বুধবার রাতে ট্যাব-চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুর থেকে এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

৩৪ বছরের রবীন্দ্রপ্রসাদ সিং বিহারের কিশানগঞ্জের বাসিন্দা। তাঁকে ধরতে শিলিগুড়িতে গিয়েছিল বর্ধমান থানার একটি দল। গ্রেপ্তারির পর যুবককে শিলিগুড়ি আদালতে হাজির করানো হয়। সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয় তাঁকে।

বর্ধমান সাইবার থানায় গত ৩১ অক্টোবর ট্যাব নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। পাওয়া যায় শিলিগুড়ি যোগ। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার পুলিশের একটি দল পৌঁছে গিয়েছিল শিলিগুড়িতে। প্রধাননগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দেবীডাঙা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রবীন্দ্রপ্রসাদকে।

এর আগে বুধবার রাতেই ইসলামপুর থেকে ট্যাব-কাণ্ডে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ট্যাব দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রদের ট্যাবের টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়।

ভর্তি চলিতেছে...ভর্তি চলিতেছে

জি.ডি. স্টাডি সার্কেল অনুমোদন প্রাপ্ত

সুন্দরবন আল-মানার মিশন

সম্পূর্ণ ইসলামিক ভাবাদর্শে আদর্শ একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট শিক্ষাসেবী
জনাব আলহাজ মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান জি ডি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
জনাব আলহাজ্ব নূরুল হক (Ex-IAS)
চেয়ারম্যান, জি, ডি. মনিটরিং কমিটি

প্রতিষ্ঠাতা
আনোয়ার হুসাইন কাসেমি
৯০৬৪৩৭০৮১৭

অভিজ্ঞ আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই। মেইল-এ বায়োডাটা পাঠান।

সুন্দরবন আল-মানার মিশন
তৃতীয় হইতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
বালক ও বালিকা সম্পূর্ণ আলাদা ক্যাম্পাস

প্রবেশিকা পরীক্ষা : ২৪ শে নভেম্বর, ২০২৪
রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফল ঘোষনা : ৩০শে নভেম্বর, ২০২৪
ভর্তি শুরু : ১লা ডিসেম্বর, ২০২৪

বৈশিষ্ট্য সমূহ

* পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা। * মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশ। * সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তির সুযোগ। * নামাজ ও কুরআন শিক্ষা। * খেলার মাঠ ও শরীর চর্চার সুবিধা। * দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ছাড়। * পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের রেমিডিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা। * সর্বক্ষণ সি.সি. টিভি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

ভর্তি সংক্রান্ত যোগাযোগ : ৯৭৩৩৬৬১৫১২/৭০০১৯৬০৫৭৫/৮৬৩৭৩৫৫৯২৭

গার্লস ক্যাম্পাস : গ্রাম- নির্দেশখালী, পোঃ- ফুলমালঞ্চ
বয়েজ ক্যাম্পাস : গ্রাম+পোঃ-চুনাখালী, থানা বাসন্তী, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা
ইমেইল : almanargirlsmission@gmail.com

* অন্যান্য মিশনের থেকে অনেক কম খরচে গরিব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৪২ নং এফিডেভিট বলে Sk Haider Ali S/o. Sk. Safiyar Rahaman ও Sk. Hyder Ali S/o. Sk. Sofiar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Priyabrata Biswas ও P. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৬৭ নং এফিডেভিট বলে Asim Dey Sarkar S/o. Lt. Bupindranath Dey Sarkar ও Asim De Sarkar S/o. Lt. Buphindra Nath De Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৩৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Imran Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ab Kayum ও Qaiyum Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ১০/০১/১৯৮১.

নাম-পদবী

গত ১৮/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Koushik Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashoke Kumar Roy ও Ashoke সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮৫৯ নং এফিডেভিট বলে Lalbabu Das S/o. Falguni Das ও Lalababu Das S/o. P Das সাং হোসেনাবাদ, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৩০৬ নং এফিডেভিট বলে Bhavesh Patel S/o. Bhaskar Patel ও Bhawesh Patel S/o. B. G. Patel সাং আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৮১ নং এফিডেভিট বলে Lachhman Ray S/o. Adalat Ray ও Laxman Roy S/o. A. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সন্তোষ কুমার বর্মা, পিতা- অশোক কুমার বর্মা, ঠিকানা- পাতুলিয়া গভঃ কোয়াটার, পোঃ- পাতুলিয়া, থানা- খড়দহ, ২৪ পরগনা (উঃ) গত ৬/১/১৫ তারিখে ব্যারাকপুর প্রথম শ্রেণী এল.ডি. জে.এম কোর্টের এফিডেভিট বলে সন্তোষ কুমার বর্মা ও সন্তোষ কুমার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে নভেম্বর। ৬ ই অগ্রহায়ণ । শুক্রবার। সপ্তমী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুর র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। গনশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস র স্মৃতি দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম-নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, ম্যাট সুট নং-৪০/২০২৪

দরখাস্তকারী-
জয়া দেবনাথ
স্বামী:- বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
সাং-মাথাপুর রোড, মহাপ্রভু কলোনী
পো ও থানা নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া

প্রতিপক্ষ- -বনাম-
শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, পিতা ক্ষিতীশ বিশ্বাস
সাং-ফাঁসিতলা, দক্ষিন চড়া
পো ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী উপরোক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে ডিভোর্সের মামলা করিয়াছেন। এক্ষনে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
অভিজিৎ বিশ্বাস, সেরেস্তাদার
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম পোদ্দার,** পিতা- ৺গৌর পোদ্দার, সাং শ্যামনগর, পোঃ স্বর্ণখালী, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ইং ১১.০৪.২০২৩ তারিখের I-4626/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিলবলে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি **(১) শ্রী রূপম বানার্জ্জী,** পিতা- শ্রী বিমলকান্তি ব্যানার্জ্জী, সাং দোগাছি উত্তরপাড়া, পোঃ দোগাছি, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া ও **(২) শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার,** পিতা- ৺গুরুদাস কর্মকার, সাং- দর্জিপাড়া লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া দ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত রূপম ব্যানার্জ্জী ও বিশ্বজিৎ কর্মকার উক্ত সম্পত্তি কৃষ্ণনগর A.D.S.R. অফিসের ইং ১২.০৮.২০২২ তারিখের I-10687/22 নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে **(১) শ্রী তুষার সাহা, (২) শ্রী অশোক সাহা, (৩) শ্রী অনাদি গোপাল সাহা, (৪) শ্রী দেবাশীষ সাহা, (৫) শ্রী সনাতন সাহা, (৬) শ্রীমতী তন্দ্রা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী অসীমবরন বিশ্বাস এবং (৭) শ্রীমতী কাকলী সাহা,** স্বামী শ্রী গৌতম সাহা, সকলের পিতা- ৺তারাপদ সাহা, সর্ব সাং তফেল দর্জি লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া -এদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নামে রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L. & L.RO. অফিসে অথবা আমার সহিত 7001295184 নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইনত কাজ হইবে।

তপশীল - জেলা- নদীয়া, থানা- কৃষ্ণনগর, মৌজা ৯২নং কৃষ্ণনগর, খতিয়ান নং L.R. ৫৮৩৬২, ৫৮৩৬৩, ৫৮৩৬৪, ৫৮৩৬৫, ৫৮৩৬৬, ৫৮৩৬৭, ৫৮৩৬৮, দাগ নং L.R. ১১৮৪০, পরিমাণ- ১.৬৫ শতক।

স্বর্ণাভ ব্যানার্জ্জী(এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট ।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা ছন্দা কুন্ডু স্বামী ৺দিলীপ কুন্ডু সাকিম পাঁচগড়া, পোঃ ও থানা পাড়ুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, **২)শ্রীমতী সন্ধ্যা সাহা** স্বামী শ্রী কমল কান্তি সাহা, সাকিম বারাসাত, রামকৃষ্ণ সরনী, গড়েরধার, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, **৩)শ্রী দীপক কুমার নন্দী** পিতা ৺জগবন্ধু নন্দী, সাকিম শ্রীপুর, পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৪ বিগত ইং 18/01/2020 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-24/2020 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী লক্ষ্মন প্রসাদ মাহাতো** পিতা ৺সকলদ্বীপ মাহাতো সাকিম ও পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা শ্রীপুর, ১০১ নং জে.এল ভুক্ত, ১)সাবেক ৭১৬ তথা হাল ৯৩১ নং দাগে বাগান ১.০০০০ অংশে ৬৯ শতক তন্মধ্যে ১ নং দাতা **ছন্দা কুন্ডু** মহাশয়া হাল ৪৫৩ নং খতিয়ানে ০.২৫০০ অংশে ১৭ শতক, ২ নং দাতা **সন্ধ্যা সাহা** মহাশয়া হাল ৩১০৯ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৯ শতক ও ৩ নং দাতা **দীপক কুমার নন্দী** মহাশয় হাল ৩১২৬ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৯ শতক, একুনে ৩৫ শতক। ২)সাবেক ৭১৫ তথা হাল ৯৩৫ নং দাগে পুকুর ১.০০০০ অংশে ৪০ শতক তন্মধ্যে ১ নং দাতা **ছন্দা কুন্ডু** মহাশয়া হাল ৪৫৩ নং খতিয়ানে ০.২৫০০ অংশে ১০ শতক, ২ নং দাতা **সন্ধ্যা সাহা** মহাশয়া হাল ৩১০৯ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৫ শতক ও ৩ নং দাতা **দীপক কুমার নন্দী** মহাশয় হাল ৩১২৬ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৫ শতক, একুনে ২০ শতক। ৩)সাবেক ৭০০ তথা হাল ৯৪৯ নং দাগে বাগান ১.০০০০ অংশে ৪৯ শতক তন্মধ্যে ১ নং দাতা **ছন্দা কুন্ডু** মহাশয়া হাল ৪৫৩ নং খতিয়ানে ০.২৫০০ অংশে ১২ শতক, ২ নং দাতা সন্ধ্যা সাহা মহাশয়া হাল ৩১০৯ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৬ শতক ও ৩ নং দাতা **দীপক কুমার নন্দী** মহাশয় হাল ৩১২৬ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৬ শতক, একুনে ২৪ শতক। একুনে তিনটি দাগে মোট ৭৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি ক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

লক্ষ্মন প্রসাদ মাহাতো
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, **১। শ্রী সুধীর চক্রবর্ত্তী, ২। শ্রী সুশীল চক্রবর্ত্তী ৩। শ্রী শ্যামল চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রী বাবলু চক্রবর্ত্তী,** সকলের পিতা – (মৃত) সন্তোষ চক্রবর্ত্তী, সকলের হাল সাকিম - শিউলি তেলিনিপাড়া, থানা-টিটাগড়, জেলা- হুগলী। গত ইং ৩১/১০/২০০৩ তারিখে সম্পাদিত ও ইং ০৫/১১/২০০৩ তারিখে ডি. এস. আর.-১, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৬৮/২০০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়ার সামিল জে. এল. নং ৭, বাঁটিকা মৌজায় অবস্থিত হাল ২২৮৭, ২২৮৮, ২২৮৯ ও ২২৯০ নং খতিয়ানভুক্ত :-সাবেক ৭২৫ ও হাল ৬৭৯ নং দাগে বাস্তু জমি ০২ শতক সম্পত্তি ও অপরাপর সম্পত্তি, সাকিম- বৈঁচিগ্রাম, থানা-পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, নিবাসী **আব্দুল রসিদ,** পিতা- মরহুম হাজি আব্দুল কাদের, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (Advocate)
Reg. No.- F/405/12, District Judge's Court, Chinsurah, Hooghly.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী প্রবোধ বিশ্বাস পিতা শ্রী ভাদুরী বিশ্বাস সাকিম বলাগড় সেনপাড়া, পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, বিগত ইং 25/01/2012 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-14/2012 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী গনেশ ঘোষ** পিতা ৺বৃন্দাবন ঘোষ সাকিম বলাগড় মন্দিরতলা, পোঃ ও থানা বলাগড়, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা বলাগড়, ১০৫ নং জে.এল ভুক্ত, ২৭১ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৮৫ তথা ৩৯৫ নং দাগে শুনা বর্তমানে ফাঁকা ভিটি জমি ২ কাঠা বা ০৩.৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় হইবে ও ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

গনেশ ঘোষ
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

High Court Form No, (P) 5A

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর মোকাম ঘাটাল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত

৬৫/২০১৬ নং টাইটেল ১০) শ্রীমতী বন্দনা জানা, স্বামী- বিশ্বনাথ জানা, ১১) শ্রীমতী কল্পনা কোনাই (মন্ডল) স্বামী- শ্যাম কোনাই উভয় সাকিম গোপীনাথপুর, পোঃ ও থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫খ) শ্রী অরূপ খামরই, পিতা- শ্রী পরেশ খামরই, সাকিম ক্রেনেটি থানা পোঃ- বিপাড়া, থানা- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া।

...বিবাদীগণ প্রতি

যেহেতু বিশ্বনাথ মন্ডল পিতা- ৺গৌর হরি মন্ডল সাকিম পোঃ- খাঞ্জা পুর, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর দীং আপনাদের নামে Partition Injunction & Declaration বাবদ ৫,০০,১০০ টাকা দাবী নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিতি করিয়াছেন, অতএব আপনাদিগকে এই নোটিশ/ সমন দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ইং ০৩/০১/২৫ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকার সময় স্বয়ং / উকিলের দ্বারা হাজির হইয়া মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন এবং তৎপোষকে দলিল পত্রাদি আদালতে দাখিল করিবেন এবং সাক্ষী প্রদান করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য ইং- ১৮/১১/২৪ তারিখে আমার দস্তখৎ আদালতের শীল মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

সুশীল পান
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), ঘাটাল

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী কবিতা সুর স্বামী শ্রী সুনীল সুর, পিতা ৺জগবন্ধু কুমার সাকিম পাঁচখরি, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **২)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শান্তিপ্রসাদ ঘোষ পিতা ৺জগবন্ধু কুমার, সাকিম বাঁটিকা, বৈচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, **৩)শ্রীমত্যা মিনতী নায়েক** স্বামী ৺সুচিন্ত কুমার নায়েক পিতা ৺জগবন্ধু কুমার, সাকিম এবং **৪)শ্রীমতী ববিতা ঘোষ** স্বামী বসন্ত ঘোষ পিতা ৺জগবন্ধু কুমার, বিগত ইং 03/05/2024 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4766/2024 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী প্রবীন ঘোষ** পিতা ৺সুনীল ঘোষ সাকিম ইনছুড়া, পোঃ ইনছুড়া বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা কড়িন্যা, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, ১৭৮ ও ৯৫৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ১২৩১, ১২৯২, ২০৩, ২০৬, ৩৩৪ ও ১২৫২ নং দাগে শালি জমি ১৬৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় হইবে ও ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

প্রবীন ঘোষ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী দিলীপ কুমার শেঠ ২)শ্রী স্বপন কুমার শেঠ উভয়ের পিতা ৺বিশ্বেশ্বর শেঠ সাকিম সাকিম চাঁদড়া, পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৪ বিগত ইং 29/12/2020 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0270/2020 নং আমমোক্তানামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী স্বপন পাল** পিতা ৺নির্মল পাল সাকিম ক্ষত্রিয়নগর, পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল: জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা শ্রীপুর, ১০১ নং জে.এল ভুক্ত, ১)সাবেক ৭১৬ তথা হাল ৯৩১ নং দাগে বাগান ১.০০০০ অংশে ৬৯ শতক তন্মধ্যে ১ নং দাতা **শ্রী দিলীপ কুমার শেঠ** মহাশয় হাল ৬০০ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৮ শতক ও ২ নং দাতা **শ্রী স্বপন কুমার শেঠ** মহাশয় হাল ১৫৬১ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৯ শতক, মোট ১৭ শতক এবং ২)সাবেক ৭১৫ তথা হাল ৯৩৫ নং দাগে পুকুর ১.০০০০ অংশে ৪০ শতক তন্মধ্যে ১ নং দাতা **শ্রী দিলীপ কুমার শেঠ** মহাশয় হাল ৬০০ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৫ শতক ও ২ নং দাতা **শ্রী স্বপন কুমার শেঠ** মহাশয় হাল ১৫৬১ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৫ শতক, মোট ১০ শতক। এবং ৩)সাবেক ৭০০ তথা হাল ৯৪৯ নং দাগে বাগান ১.০০০০ অংশে ৪৯ শতক তন্মধ্যে ১ নং দাতা **শ্রী দিলীপ কুমার শেঠ** মহাশয় হাল ৬০০ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৬ শতক ও ২ নং দাতা **শ্রী স্বপন কুমার শেঠ** মহাশয় হাল ১৫৬১ নং খতিয়ানে ০.১২৫০ অংশে ০৬ শতক, মোট ১২ শতক। একুনে তিনটি দাগে মোট ৩৯ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় হইবে ও ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

স্বপন পাল
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

আলু-পেঁয়াজের দাম নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার একাধিক বার হস্তক্ষেপ করার পরেও রাজ্যে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না আলু ও পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম। যা নিয়ে এবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, যতদিন না রাজ্যে আলু-পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন ফের ওই দুই পণ্যের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন তিনি। নবান্নে এদিন এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী একাংশের ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্তভোগীদের কঠোর বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, এ রাজ্যে উৎপাদিত আলু পেঁয়াজ অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে, একাংশের ব্যবসায়ী মুনাফা লুটবে আর রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হবে সেটা তিনি কখনোই মেনে নেবেন না। যতদিন না রাজ্যে আলু পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসছে ততদিন পর্যন্ত ভিন রাজ্যে রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে বলে মুখমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন।রাজ্যে আলু ও পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে দ্রুত টাস্ক ফোর্সের মিটিং ডাকারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি তো বাংলা থেকে আলু ছাড়ছিলামও। কিন্তু কী বলেছিলাম? বাংলার প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রি করুন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কী দেখলাম? বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে ভিন রাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটার চেষ্টা! এটা তো বরদাস্ত করব না।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আলু উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভরশীল। তবু আমাদের রাজ্যের মানুষকে কেন বাড়তি দাম দিয়ে আলু কিনে খেতে হবে? এরপরই প্রশাসনের শীর্ষ কতার্দের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনিবলেন, আলু যদি অতিরিক্ত হয়েও যায় আইসিডিএস, মিড ডে মিলে নিয়ে নেব। তারপরও কীভাবে বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলে বাইরে আলু পাঠানোর সাহস হয়? এখনই পদক্ষেপ করুন।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মজুমদার ও বেচারাম মান্না। এতদিন কৃষি ও কৃষি বিপনন দফতর ছিল ওস্কার মিনার হাতে। এদিন কৃষি বিপনন দফতরের দায়িত্ব বেচারামের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি সপ্তাহে বৈঠক করে আলু পেঁয়াজের মজুদ ভান্ডার খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের নিজেদের খাওয়ার পেঁয়াজ জোটে না। সেজন্য পেঁয়াজ চাষে জোর দিয়েছি। জমি উর্বর করা থেকে সার, এমনকী ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করার পরও উৎপাদিত পেঁয়াজের ৫০ শতাংশ বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সাহায্য করব আমরা আর কিনতে গিয়ে রাজ্যের মানুষের হাত পুড়বে, সেটা আমি বরদাস্ত করব না। একই সঙ্গে মানুষ যাতে সস্তায় শাক-সবজি পান সেজন্য সুফল বাংলা স্টলের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়িতে জিপিইউ সার্ভিস ডেটা সেন্টার চালুর উদ্যোগ নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিলিগুড়িতে একটি জিপিইউ সার্ভিস ডেটা সেন্টার চালু করতে চলেছে, যা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রায় ১৬০টি পিইটিএফএলওপি-র একটি গণনামূলক ক্ষমতা নিয়ে তথ্য কেন্দ্রটি বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করবে। এই সুবিধাটি স্টার্ট-আপ, এমএসএমই, প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের পরিষেবা দেবে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিআইআই ইস্টার্ন রিজিওনের ইনোভেশন কনক্লেভ ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (ডব্লিউইবিইএল) আইটি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্জয় কুমার দাস জানান, 'নতুন উদ্যোগ, এমএসএমই, প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকরা এই সুবিধা পাবেন।' সরকারের সরাসরি লেনদেনের তথ্য ভাগাভাগি করা থেকে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে তথ্য গোপন রাখা জরুরির কথা জানান তিনি। এদিনের এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের মুখ্য সচিব ডঃ রাজেশ কুমার বলেন, 'প্লাস্টিক বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য, বৈদ্যুতিন বর্জ্য, জৈব-রাসায়নিক বর্জ্য এবং নির্মাণ ও ধ্বংস বর্জ্য সহ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ক্রমবর্ধমান লাভজনক উদ্যোগ হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে। ভারতের বর্ধিত উৎপাদন দায়িত্ব (ইপিআর) কর্মসূচির লক্ষ্য হল সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য যথাযথভাবে নিষ্পত্তির জন্য তহবিল বরাদ্দ করে পণ্যের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করে রাজস্ব সৃষ্টি করা। এর ফলে, নতুন প্রজন্মের স্টার্ট আপগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মেট্রো রেলওয়ে, সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় মেট্রো রেল ভবনে একটি ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। ডক্টর গৌতম ভট্টাচার্য, রেডিয়েশন অনকোলজি অ্যান্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিশেষজ্ঞ, সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ক্যান্সারের মূল কারণগুলি সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানান। তিনি সমাজে ক্যান্সারের প্রভাব এবং এই মারণ রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করেন।

রোবোটিক-অ্যাসিস্টেড স্পাইন সার্জারি চালু হল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এইচপি ঘোষ হাসপাতাল পূর্ব ভারতের প্রথম রোবোটিক-সহায়তা মেরুদণ্ডের সার্জারি সিস্টেম প্রবর্তন করল। যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক চিহ্নিত হল বলেও জানাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ভারতের পূর্বাঞ্চলে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে এই প্রথম স্পাইন সার্জারির ব্যবস্থা নিয়ে এল এই হাসপাতাল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে রোবোটিক-সহায়তায় মেরুদণ্ডের সার্জারি সিস্টেমের একটি বিশদ প্রদর্শন দেখানো হয়েছে। যেখানে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যা নির্ভুল চিকিৎসার মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে রোগীর দ্রুত সুস্থতা নিশ্চিত করে মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারে বিপ্লব ঘটানোর মত করে ডিজাইন করা হয়েছে। এইচপি ঘোষ হাসপাতাল এবং দ্য স্পাইন ফাউন্ডেশনের ডাক্তার সৌম্যজিৎ বসু, এমবিবিএস, এমএস (অর্থোপেডিকস), এফআরসিএস (এডিনবার্গ), ডিএনবি (অর্থোপেডিকস), ডক্টর ইন্দ্রজিৎ রায়, এমবিবিএস, এমএস (জেনারেল সার্জারি), এমসিএইচ (নিউরোসার্জারি), ডক্টর ত্রিনঞ্জন সারঙ্গী, এমবিবিএস, এমডি (অ্যানেস্থেসিওলজি), এইচপি ঘোষ হাসপাতালের সিইও সোমনাথ ভট্টাচার্য-সহ সকলে সিস্টেমের ক্ষমতা এবং জটিল মেরুদন্ডের ব্যাধিগুলির চিকিৎসার জন্য এর রূপান্তরকারী সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য রাখেন।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে দ্য স্পাইন ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও লিড স্পাইন সার্জন ডাঃ সৌম্যজিৎ বসু এবং এইচপি ঘোষ হাসপাতালের সিইও মিঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'এইচপি ঘোষ হাসপাতালে রোবোটিক-সহায়ক মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারের সফল বাস্তবায়ন প্রমাণ করছে যে আমরা রোগীর যত্নে সর্বোত্তম ব্যবস্থা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সিআইএসএফ'র যৌথ মহড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে এ কী হল ভিক্টোরিয়ায়? কেন দ্রুত খালি করে দেওয়া হল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড? কেন বন্ধ টিকিট কাউন্টার? কেন সেখানে আটকে দেওয়া হল সাধারণের প্রবেশ? জঙ্গি আক্রমণ? বোমাতঙ্ক? না অন্য কোনও বিপদ? কোনও কিছু বোঝার আগেই ভারী বুটের শব্দ! ভিক্টোরিয়ার মাঠের সাউথ গেট দিয়ে ঢুকল সেনা। বাইরে পজিশন নিল সিআইএসএফ। ভিতর থেকে বাইরের কন্ট্রোল ওয়াকিতে খবর এল--এক ভিআইপি প্রাতঃভ্রমণকারীকে ঘিরে ফেলেছে ৮ জঙ্গি! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অপারেশন। সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে ১০ টা। এই আধ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপারেশন। তারপর নিউট্রালাইজ করা হল সব জঙ্গিকে। নাছোড় দুই জঙ্গি একটি শ্বেতপাথরের মূর্তির আড়ালে তখনও এমনভাবে লুকিয়ে, যে সেখানে পৌঁছনোই যাচ্ছিল না। শেষে সাপের মতো সন্তর্পণে মাটি কামড়ে তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে গেলেন দুই সেনা জওয়ান। অবশেষে তাদেরও নতি স্বীকারে বাধ্য করা হল। না, আসলে ঘটনাটা মোটেই এমন কিছু নয়। গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মক ড্রিল বা মহড়া। সেই খবর আসতেই ফিরল স্বস্তি। জানা গিয়েছে, আর্মি, নেভি এবং সিআইএসএফ যৌথভাবে চালাল এই মক ড্রিল।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২২ নভেম্বর ২০২৪ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার

ভিডিও কলে বার ডান্সারকে ফ্লাইং কিস করে বিতর্কে তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিডিও কলে পেশায় বার ডান্সার এক মহিলাকে ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে বিতর্কে জড়ালেন পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। তিনি আবার রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতকও বটে। নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে তৃণমূল বিধায়কের ভিডিও কলের দৃশ্য পোস্ট করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় যেই ভিডিও দেখা যাচ্ছে, তা শুধু লজ্জাজনক নয়, বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে বাংলায় মহিলাদের অবস্থা নিয়ে বিরাট আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যে মহিলারা প্রতিনিয়ত দুষ্কৃতীদের ক্ষুধার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু তারা কোনও সুবিচার পাচ্ছেন না। শাসকদলের ছত্রছায়াতেই এই ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে।' ভাইরাল হওয়া ভিডিও-র বর্ণনা দিয়ে সুকান্ত মজুমদার লেখেন, ' ভিডিওতে যেই ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে, তিনি হলেন নির্মল

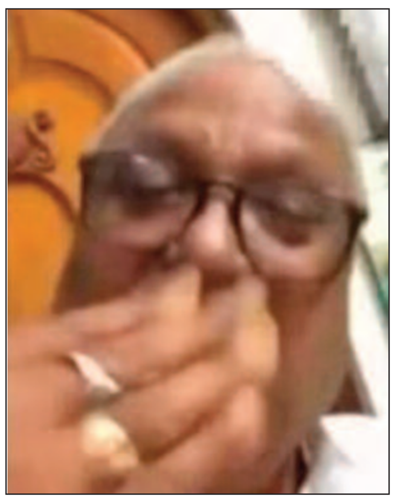

ঘোষ। রাজ্য বিধানসভার তৃণমূলের মুখ্য সচেতক।' আরকি কর কাণ্ডের রেশ টেনে সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'এই তৃণমূল নেতার প্রভাবেই আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের দেহ বেআইনিভাবে দাহ করা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও এই ধরনের নেতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য চালাচ্ছেন। যা সত্যিই অবমাননাকর।' যদিও দলের বর্ষীয়ান বিধায়কের ফ্লাইং কিসের ভাইরাল হওয়া ভিডিও নিয়ে তৃণমূল নেতারা মুখ খোলেননি। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে তৃণমূল বিধায়কের ভাইরাল ভিডিও নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটাই তৃণমূলের কালচার। সম্ভবত কোনও মহিলা বার ডান্সারকে উনি ফ্লাইং কিস ছুঁড়ছেন। এই নির্মল ঘোষের নাম উঠেছিল আরজিকর কাণ্ডে অভয়ার মৃতদেহ হাইজ্যাক করে তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।'

বেলডাঙার পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ সরকার: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলডাঙার পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, বিরোধী দল থেকে শুরু করে যে কোনও সংগঠন, মানবাধিকার হোক বা কোনও হিন্দু সংগঠন, কাউকে বেলডাঙায় প্রবেশ করতে দিতে চাইছে না। আর সেই কারণেই বেলডাঙায় ১৪৪ ধারা জারি করে রাখা রয়েছে বলেই জানান শুভেন্দু। একইসঙ্গে প্যারামিলিটারি ফোর্স ডিপ্লয় করার কথাও বলা হয়েছে বলেও এদিন জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেলে পরিণতি কী হতে পারে তার উদাহরণ এই বেলডাঙা। ১০০-রও বেশি আহত, ২০০-র বেশি দোকান বন্ধ, ৫০০-র বেশি ঘর ভেঙেছে। ৫০-এর বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাঁরা সনাতনী তাঁরা আক্রান্ত হয়েছে।

এর পাশাপাশি মন্দারমণি সম্পর্কে শুভেন্দু এও জানান, 'ওই জেলার সভাধিপতি ও জেলাশাসক মিলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন, যেখানে ল্যান্ডের সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে সরকারের তরফে। সেখানে যে ১৪০টি ঘর ভাঙার কথা হয়েছিল সেখানে কয়েক হাজার ছেলের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। এরকম একটি জায়গায় এই কাজ করা উচিত নয়।

এদিকে হঠাৎ-ই বৃদ্ধি পেয়েছে পুলিশি তৎপরতা। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু কটাক্ষের সুরে জানান, 'তৃণমূলের হিন্দু নেতারা এখন আতঙ্কিত। তাঁদের যে মরাল ব্রেকডাউন হয়েছে সেখান থেকে তাঁদের মনে জোর দেওয়ার জন্য পুলিশের মালখানা থেকে পুরনো পড়ে থাকা সব অস্ত্র এনে উদ্ধার করা হচ্ছে বলে দেখানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। আর ভাল কাজ করলে ট্রেনিংয়ে যেতে হবে। যেহেতু দ্রোহের কার্নিভ্যালে গেট খুলে দিয়েছিলেন

পুলিশ কর্তা মুরলিধর শর্মা সেই কারণে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেনিংয়ে।'

এর পাশাপাশি সিপিএমের সিজিও অভিযান নিয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'শনিবার নির্বাচনের ফল বের হলে দেখা যাবে আবার তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।' পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং যে বক্তব্য রেখেছেন রাজ্যের শাসকদলের ক্ষেত্রে তা এদিন সঠিক বলেই জানান শুভেন্দু। শুভেন্দু এই প্রসঙ্গে জানান, 'ভারতীয় মুসলমান নন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাপ্লাই করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রোহিঙ্গা মুসলমানদের গোটা ভারতবর্ষে সাপ্লাই করছে মমতার সরকার। সেই কারণে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে যে ভোট হয়েছে বুধবার সেখানে বিজেপির পক্ষেই ভোট পড়েছে।'

নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বে তৃণাঙ্কুরের পাশে দাড়ালেন সৌগত রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তৃণমূলে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বই তোপ দাগছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। এবার তৃণমূল সাংসদ কল্যাণের সমালোচনা করতে দেখা গেল অপর সাংসদ সৌগত রায়কে। তৃণাঙ্কুর ইস্যুতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ সৌগত। দমদমের সাংসদ সৌগত রায়ের বক্তব্য, দলের বিষয়ে কল্যাণের প্রকাশ্যে সমালোচনা মোটেই সমীচীন নয়।

একইসঙ্গে সৌগত এও বলেন, 'কোনও সাংসদ যদি ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে নিয়ে বলেন সেটা সমীচীন নয়। একটা স্তরের ব্যাপার আছে।' একা সৌগত নয়, কল্যাণকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রও। তিনি এ প্রশ্নও করেন, 'কল্যাণ জানেন না তৃণঙ্কুরের মাথায় কার হাত আছে? ক্ষমতা থাকলে তাঁকে গিয়ে বলুক। তৃণাঙ্কুরের মাথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আছে।'

প্রসঙ্গত, রবিবার ডোমজুড় উৎসবের প্রকাশ্য মঞ্চে দলের ছাত্র শাখার সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গ তোলেন আরজি কর-কাণ্ডে অভিযুক্ত থ্রেট কালচারে সাসপেন্ড হওয়া পড়ুয়াদের। কল্যাণ বলেন, 'টিএমসিপি-র এতগুলো ছেলে সাসপেন্ড হয়ে গেল, আর টিএমসিপির সভাপতির মুখ থেকে কোনও কথা নেই। অবিশ্বাস্য। আমি ভাবতে পারছি না। কার আশীর্বাদের হাত এর মাথায় আছে যে এখনও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি থাকে?'

ছাত্র অপহরণকারী সন্দেহে আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে যাওয়ার আগে সকালে টিফিন কিনতে বেরিয়ে উধাও সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শেখ সামির। গত সোমবার ঘটনাটি ঘটে রাজারহাটের রাইগাছি মুন্সি পাড়ার বেলতলা এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুন্সিপাড়া বেলতলার বাসিন্দা শেখ সামির। পরিবারের দাবি, গত ১৮ নভেম্বর সকাল ন'টায় টিফিন আনতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়। তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি না ফেরার পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে বের হন। স্থানীয় দোকানি জানায়, শেখ সামিরকে তাঁরা দেখেননি। এরপর পরিবারের লোকেরা রাজারহাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, শেখ সামিরকে খুঁজতে পুলিশ যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না। এরপর বুধবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকার এক যুবককে অপহরণকারী সন্দেহে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওই ব্যক্তি অপহরণের সঙ্গে যুক্ত কিনা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে রাজারহাট থানার পুলিশ।

বিধাননগরে বেআইনি হোর্ডিং খোলা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বিধাননগর এলাকায় বেআইনি হোর্ডিং নিয়ে পুরসভা কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি, সেটা স্পষ্ট নয় আদালতের কাছে। এত বেআইনি হোর্ডিং নিয়ে দেখেও কিছু করেনি পুরসভা, মনে হয় ইচ্ছে করেই ব্যবস্থা নেয়নি' মন্তব্য প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের। আগামী দু'দিনের মধ্যে সব বেআইনি হোর্ডিং খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। রিপোর্ট দিতে হবে আগামী ২০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। অর্থাৎ বেআইনি হোর্ডিং নিয়ে এবার অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বেআইনি হোর্ডিং সনাক্তকরণ করে মুক্ত করার আর্জি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলাকারীর নাম দিব্যায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার শুনানিতে রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানায়, ওই এলাকায় ৩৫১টি বেআইনি হোর্ডিং আছে। এরপরই প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম প্রশ্ন করেন, ৩৫১ টি হোর্ডিং বেআইনি হলে কেন খুলে ফেলা হচ্ছে না। সঙ্গে নোটিস দেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। এজেন্সিগুলোকে নিজেদেরই খুলতে বলার কথাই বলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এদিকে রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করতে গিয়ে জানান, 'এজেন্সিকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন।' প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, 'এরপরেও না খোলা হলে গ্রেপ্তার করুন।'

এই প্রসঙ্গে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, 'নিয়ম না মানলে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা যেতে পারে। ছয় মাসের জেল হতে পারে। প্রায় দু'হাজার হোর্ডিং আছে ওই এলাকায়। মুম্বইতে হোর্ডিং পড়ে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।' রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের কিছুটা সময় দেওয়া হোক।' এরপর ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনারা নিজে স্বীকার করছেন, তাও কাজ না করলে মনে হয় ইচ্ছে করেই করছেন। হয় ওই এজেন্সিগুলি তুলুক, না হয় পুরসভা হোর্ডিং মুক্ত করুক।'

ঘোলার বিলকান্দায় দলীয় নেত্রীকে 'কুপ্রস্তাব' সিপিআইএম নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদনদলীয়: নেত্রীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাম নেতার বিরুদ্ধে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি বিলকান্দা এরিয়া-১ কমিটির সিপিআইএম নেতা। নাম অসীম সাহা। মহিলা নেত্রী জানান, গত ১৫ বছর ধরে তিনি সিপিআইএম পার্টি করছেন। মিটিং মিছিলের খবর দেওয়ার জন্য কয়েক মাস আগে তাঁর কাছ থেকে ফোন নম্বর চেয়ে নেন দলীয় নেতা অসীম সাহা। মহিলা নেত্রীর অভিযোগ, নম্বর নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে থাকেন দলের ওই নেতা অসীম সাহা। এমনকি তাঁকে কুপ্রস্তাব দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। মহিলা নেত্রীর আরও অভিযোগ, তাঁকে নিয়মিত হোয়াটস অ্যাপে নোংরা মেসেজ করতে থাকেন দলের ওই নেতা। এমনকি দলের মিছিলে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাঁকে ব্যারাকপুরের একটি ক্যাফেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন ওই নেতা। সেখানে তাঁর সঙ্গে উনি অশালীন আচরণ করেন বলে অভিযোগ। মাত্রারিক্ত মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে গত ৩০ অক্টোবর ওই মহিলা নেত্রী বিলকান্দা এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাসের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। কিন্তু দলের তরফে ওই নেতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ মহিলা নেত্রীর। এমনকি ওই নেতার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ওই মহিলার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বিলকান্দা এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাস বলেন, তিনি অভিযোগপত্রটি জেলা কমিটিতে পাঠিয়েছেন। এটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই এই বিষয়ে জেলা কমিটি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে। যদিও এই ঘটনা চাউর হতেই বিলকান্দা অঞ্চলে বাম নেতা-কর্মীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

মারে চোখ নষ্ট ছাত্রের, ধৃত কম্পিউটার প্রশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কম্পিউটার শিক্ষার্থীকে মেরে চোখ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আক্রান্তের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কম্পিউটার প্রশিক্ষককে গ্রেপ্তারও করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যামনগর পিনকল মোড়ের ঘোষপাড়া রোডের ওপর একটি বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র পথিকৃৎ দাস। গত দু'বছর ধরে পথিকৃৎ শ্যামনগর স্টেশন সন্নিহিত ২৪ নম্বর রেলগেটের কাছে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। অভিযোগ, গত ১৪ নভেম্বর ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক সুসময় বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি দিয়ে পথিকৃতের চোখে সজোরে আঘাত করে। ততক্ষণাৎ তাকে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় চিকিৎসক তাঁকে অপারেশনের পরামর্শ দেয়। এরপর আক্রান্তের পরিবার পথিকৃৎ-কে নিয়ে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় যায়। সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে পথিকৃতের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। আক্রান্ত ছাত্রের পিসি নিবেদিতা মোদক সোমবার জগদ্দল থানায় কম্পিউটার প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষক সুসময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে। আক্রান্তের পিসির

অভিযোগ, ডায়েরি দিয়ে তাঁর ভাইপোর চোখে সজোরে আঘাত করেন কম্পিউটার প্রশিক্ষক সুসময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আঘাতের পর ভাইপো বাঁ-চোখে দৃষ্টি হারায়। নিবেদিতা দেবী জানান, হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভাইপোর চোখে সার্জারি করা হয়েছে। দৃষ্টি ফেরার ক্ষেত্রে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। অভিযুক্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষকের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন আক্রান্ত ছাত্রের পরিবার।

মায়ের মৃত্যুতে প্যারোলে মুক্তির আবেদন মঞ্জুর অর্পিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মায়ের মৃত্যুতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের প্যারোলে মুক্তির আবেদন মঞ্জুর করল বৃহস্পতিবার বিশেষ আদালত। আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ৫ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তির অনুমতি দেওয়া হয় অর্পিতাকে। বৃহস্পতিবার প্যারোলে মুক্তির পর গ্রামের বাড়িতে যান অর্পিতা।

সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই অর্পিতার মা নানা রোগে ভুগছিলেন। মায়ের অসুস্থতার কথা বলে একাধিকবার জামিন চেয়েছিলেন অর্পিতা। তাতে অবশ্য জামিন মেলেনি।* বৃহস্পতিবার ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয় অর্পিতার মা। এদিকে জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি।* অর্পিতার পারিবারিক সূত্রে খবর, তাঁর এক বোন রয়েছে। তিনি বিবাহিত।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ২৩ জুলাই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ বান্ধবি' অর্পিতা। পার্থের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অর্পিতার টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি। টালিগঞ্জের 'ডায়মন্ড সিটি' আবাসনে অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে নগদ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, বেলঘরিয়ার 'ক্লাব টাউন হাইট্ স' আবাসনে অর্পিতার নামে থাকা দু'টি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে মোট ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। পার্থ-অর্পিতার ফ্ল্যাটে দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের।

থানা থেকে গাড়ি চুরি, পুলিশকে ভর্ৎসনা কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: থানা চত্বর থেকে আস্ত একটা গাড়ি চুরি। আর এই ঘটনায় তাজ্জব বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনার রিপোর্ট দেখে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'এই এফআইআর আদতে আই ওয়াশ। পুলিশ নিজেকে বাঁচাতে ওই এফআইআর করে রেখেছে।'

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে আনে বাগুইআটি থানার পুলিশ। থানার ক্যাম্পাসেই গাড়িটি রাখা ছিল। এরপর চুরি যাযসেই গাড়ি চুরি যায়। গাড়ি চুরির কথা জানার পর ২০২২ সালে পুলিশ নিজেই থানায় এফআইআর দায়ের করে। সেই মামলা হাইকোর্টে এলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'গোটা কমিশনারেটটাই একেবারে গিয়েছে। থানা থেকে গাড়ি উধাও হয়ে যাওয়ার এমন ঘটনা তো নর্থ বেঙ্গলে হয়। সেটা কি না এবার বাগুইআটিতেও?' এরপর বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকে বিচারপতির নির্দেশ দেন, যেহেতু তিনি কমিশনারেটের প্রধান, তাই তিনি নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। থানার ভিতর থেকে কী করে গাড়ি চুরি হয়ে যায় সেই ব্যাপারে পুলিশের কী ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে সিপিকে রিপোর্ট দিতে হবে। একইসঙ্গে ২০১৭

শীতের আমেজ থাকলেও জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা ডিসেম্বরের আগে নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের আমেজ গোটা রাজ্যজুড়েই। কিন্তু জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়তে এখনও বেশ কিছুটা দেরি আছে বলেই জানাচ্ছেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা। এরইমধ্যে আবার এদিন দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। শনিবারের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানা যাচ্ছে। হাওয়া অফিসের কর্তারা বলছেন, শ্রীলঙ্কা উপকূল ও তামিলনাড়ু সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সোমবার এই নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হতে পারে। শেষ পর্যন্ত তার গতিবিধি কোন দিকে যায় সেদিকে নজর রয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের।*

এদিকে এই ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ছিল হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা। বেলা বাড়লে নজরে আসে পরিষ্কার আকাশ এবং অনুভূত হয় মনোরম আবহাওয়া। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকছে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৬ থেকে ৯৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৯ ডিগ্রি থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

এদিকে বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। দক্ষিণ আন্দামানের সাগর সংলগ্ন এলাকায় যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে তার অভিমুখ থাকবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। তবে বাংলায় এই নিম্নচাপের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নেই। ফলত, শীতের আমেজের ধাক্কা খাওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা নেই। নিম্নচাপটি তামিলনাড়ু, শ্রীলঙ্কা উপকূলের দিকে এগোবে জানিয়েছে নয়াদিল্লি মৌসম ভবন। এদিকে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আপাতত ১৮-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে কলকাতার পারদ। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। সামান্য ওঠানামা করতে পারে পারদ। রাজ্য জুড়েই শীতের আমেজ থাকবে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় মাঝারি কুয়াশা থাকবে। বাকি জেলাতেও সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বা ধোঁয়াশা থাকতে পারে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় ঢাকতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি এলাকাও।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকারের জন্য নারীর পেশাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবতেই হবে

লিঙ্গবৈষম্য আমাদের দেশে প্রকট। নারীদের ঘরে-বাইরে সমান ভাবে কাজ করতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে চাকরিরত মেয়ের সঙ্গে চাকরিরত পুরুষ মেলামেশার পর যখন ঘর বাঁধার জন্য প্রস্তাব দিল, তখন মেয়েটি জানাল তার নারীসত্তার বিসর্জন সে দিতে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কথাটির যথাযথ মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিবাহের পর পুরুষ তার পৌরুষত্ব ফলানোর চেষ্টা করে যায়। ফলে উভয়ের মধ্যে বাড়তে থাকে দূরত্ব। নারী যদি তার আত্মসম্মান ভুলে সব কিছু আত্মসমর্পণ করে সংসার করে, তবেই সব ঠিকঠাক চলতে থাকে। কিন্তু মেয়েটি হারিয়ে ফেলতে পারে তার শিক্ষা, মর্যাদাবোধ। অন্যথায় বাড়তে থাকে দূরত্ব, শেষে ছাড়াছাড়ি ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবসানের চেষ্টা রাষ্ট্র করছে না। বরং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের চেষ্টা করার পরিবর্তে আরও বেশি করে নারীকে গৃহবন্দি করার কৌশলগত অবস্থান নিচ্ছে। পুরুষরাও নারীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়া নিয়ে ক্রমাগত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছি আড়ালে-আবডালে। মুখে নারী-স্বাধীনতার কথা বললেও মানছি না নিজের সংসারে। নারীদের পেশাগত জীবন শুধুমাত্র বিলাসিতা বা অতিরিক্ত আয়ের সামান্য প্রচেষ্টা নয়। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বোপরি নারীর স্বাধিকারের জন্য তার পেশাগত জীবনের স্বীকৃতি চাই। এর জন্য গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবে সর্বাগ্রে এই বিষয়ে পুরুষদের উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

শব্দবাণ-১০৯

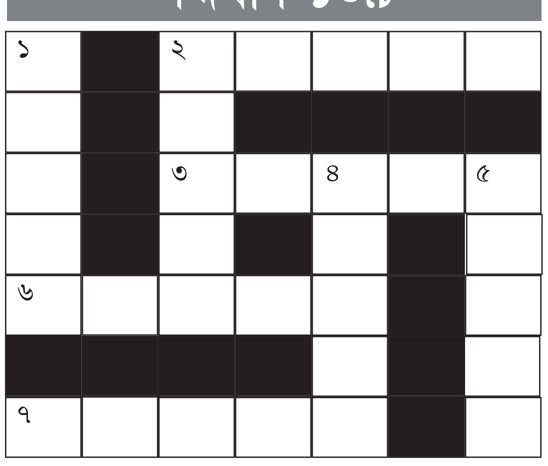

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সেতারবাদকের মেজরাপ ৩. আত্মচরিত ৬. অত্যন্ত শক্ত ৭. তাড়াতাড়ি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পল্লবের মতো কোমল চরণ ২. মেষপালক ৪. অশ্রু, চোখের জল ৫. তিথি অনুযায়ী বিহিত কাজ করা।

সমাধান: শব্দবাণ-১০৮

পাশাপাশি: ১. অভীক ২. সুবিধা ৫. নিত্যতা ৮. বখেড়া ৯. গরজ।

উপর-নীচ: ১. অঞ্চল ৩. ধাতানি ৪. প্রত্যন্ত ৬. আদব ৭. শাবাজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

মুলায়ম সিং যাদব

১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদবের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নির্দেশক সরোজ খানের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের জন্মদিন।*

ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি: উদ্ভাবনার প্রসার ও ভবিষ্যতের নির্মাণ

অশ্বিনী বৈষ্ণ
মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

'সারা বিশ্বে আপনারাই ভারতের ডিজিটাল দূত। ভোকাল ফর লোকাল-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আপনারা।' এ বছরই প্রথম ন্যাশনাল ক্রিয়েটার্স অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই প্রেরণাদায়ী বার্তা ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির যুগান্তকারী ভূমিকাকে তুলে ধরে। আজ, সৃজনশীলতা ও বৌদ্ধিক সম্পদে ভরপুর আমাদের এই নাগরিকরা শুধুমাত্র গল্প ফেরি করেন না, তাঁরা দেশের নির্মাতা। ভারতের পরিচয়ের অভিজ্ঞান নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আঙিনায় এ দেশের গতিশীল ও কর্মময় চালচিত্র তুলে ধরছেন এঁরাই।

গোয়ায় আজ শুরু হচ্ছে ভারতের ৫৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই)। এবারের থিম , 'ইয়ং ফিল্মমেকার্স , দ্য ফিউচার ইজ নাও', অর্থাৎ তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা , ভবিষ্যৎ প্রতীয়মান বর্তমানে। আগামী আটদিন ধরে আইএফএফআই-তে বেশ কয়েকশ' ছবি দেখানো হবে, এই শিল্পক্ষেত্রের কুশীলবদের পরামর্শ ও শিক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে পুরস্কৃত করা হবে। চলচ্চিত্র শিল্পের আঙিনায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের সর্বোত্তম সৃষ্টি ও শিল্পীদের এই সম্মিলন উদ্ভাবনা, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির সম্ভাবনা ও শক্তির প্রতিফলন ঘটায়।

ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির ক্রমপ্রসারমান দিগন্ত

ভারতে সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহর ৩০ বিলিয়ন ডলার। পরিমাণটি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২.৫ শতাংশ। দেশের মোট কর্মীগোষ্ঠীর ৮ শতাংশের কর্মসংস্থানের উৎস এই ক্ষেত্র। সিনেমা, গেমিং, অ্যানিমেশন, গান-বাজনা, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং , নানান শাখায় বিভক্ত এই ক্ষেত্রটি ভারতের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের প্রাণময়তাকে প্রতিফলিত করে।

ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং (অর্থাৎ, পরিচিত কোনো মুখকে ব্যবহার করে সামাজিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার বিজ্ঞাপন) ক্ষেত্রের বহর ৩,৩৭৫ কোটি টাকা। ২,০০,০০০-এরও বেশি সৃজনধর্মী মানুষ স্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এই ক্ষেত্রে। এই শিল্প আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। গুয়াহাটি, কোচি কিংবা ইন্দোরের মতো আরও অনেক শহর এই সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ফলে নিশ্চিত হচ্ছে বিকেন্দ্রিকৃত সৃজনধর্মী বিপ্লব।

সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ডের এই গণতন্ত্রীকরণের অন্যতম চালিকাশক্তি হলেন ১১০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় প্রায় ৭০ কোটি মানুষ। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মঞ্চ এবং ওটিটি পরিষেবা সৃজক কিংবা নির্মাতাকে সরাসরি আন্তর্জাতিক শ্রোতা ও দর্শকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। স্থানীয় বিষয়বস্তু এবং বর্ণন গোটা বিষয়টিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সেই অর্থে ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রটি প্রকৃতই অন্তর্ভুক্তিমূলক।

কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা বিষয়বস্তু সৃজকদের অর্থনৈতিক সাফল্য অভূতপূর্ব। ১০ লক্ষ ফলোয়ার থাকলে প্রতি মাসে ২০,০০০ থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা উপার্জন সম্ভব। এই পরিমণ্ডল আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক হওয়ার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিনিময়েরও একটি বড় মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

বহুমাত্রিক প্রভাব

সৃজনধর্মী অর্থনীতির প্রভাব শুধুমাত্র জিডিপি বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সহায়ক নানা শিল্পের সহায়তার মধ্য দিয়ে তা বড় ধরনের প্রভাব রাখছে পর্যটন, আতিথ্য এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডেও। পাশাপাশি, ডিজিটাল মঞ্চগুলি প্রান্তিক মানুষজনের ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা নিয়েছে। জোরদার হচ্ছে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণের প্রয়াসও। গল্প ফেরি করায় দক্ষতার সুবাদে বিশ্বের আঙিনায় অনুগ্র শক্তি বা সফট পাওয়ারে ভারত এখন এক প্রভাবশালী পক্ষ। বলিউড থেকে আঞ্চলিক সিনেমা , নানাভাবেই বিশ্বের আঙিনায় নজর কাড়ছে এ দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্পদ। বিষয়টি ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জীবনচর্যার প্রসারের সুবাদে এক্ষেত্রেও ভারত নিজের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিচ্ছে জোরালো ভাবে।

সরকারের যুগান্তকারী নানা পদক্ষেপ

ভারতের সৃজনমূলক অর্থনীতিকে বিশ্বের আঙিনায় আরও তুলে ধরতে সরকার তিনটি মূল বিষয়ে জোর দিচ্ছে বিস্তৃত এক প্রতিভা সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর প্রসার এবং এক্ষেত্রে কর্মরতদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াগত সরলীকরণ। এরই অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, আইআইসিটি। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, সিনেমা, অ্যানিমেশন, গেমিং কিংবা ডিজিটাল শিল্প, সবক্ষেত্রেই দেশের সাংস্কৃতিক নানান ধারার সম্মিলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিনোদন শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠা। চলচ্চিত্র নির্মাণ, আদানপ্রদানমূলক বিনোদনের মতো বিষয়গুলিতে আধুনিকতম প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারত বিষয়বস্তু নির্মাণের প্রশ্নে নতুন এক পথের সন্ধান দিতে চায়।

ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট, ডব্লিউএভিইএস এক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। ওই উদ্যোগ মঞ্চ সৃজক, শিল্পক্ষেত্রের কুশীলব এবং নীতিপ্রণেতাদের এক জায়গায় এনে দৃশ্যশ্রাব্য এবং বিনোদন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করার অন্যতম অনুঘটক। প্রধানমন্ত্রীর ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া মন্ত্র অনুযায়ী, ওই আলোচনাচক্রে ভারতের সৃজনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মেলবন্ধনের কথা বলা হয়েছে।

সৃজনশীল অর্থনীতির যাবতীয় সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারে 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া' নীতি এক অনবদ্য উদ্যোগ। ডব্লিউএভিইএস-এর আয়োজনের পাশাপাশি, ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়ার এই মন্ত্র অ্যানিমেশন, গেমিং, গান-বাজনা, ওটিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশে লক্ষ্য দিয়েছে। বিভিন্ন স্টার্ট-আপ, পেশাদারদের পক্ষ থেকে ১৪,০০০-এরও বেশি নিবন্ধন ভারতের উদ্ভাবন শক্তির সার্থক প্রতিফলন।

সামনের পথ: বিশ্বের আঙিনায় ভারত

আইএফএফআই-তে আটদিনের সমারোহের মাধ্যমে এই বার্তা স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে সারা বিশ্বে সৃজনধর্মী অর্থনীতির প্রশ্নে ভারতের মানবসম্পদ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেবে। ভারত সরকার এই পরিমণ্ডলকে সহায়তায় দায়বদ্ধ, নীতি প্রণয়ন, পরিকাঠামোগত বিকাশ এবং উদ্ভাবনমূলক কাজে প্রনোদনার মাধ্যমে।

আমাদের সৃজনধর্মী নাগরিকদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে তা হল ৫জি, ভার্চুয়াল উৎপাদন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে স্বাগত জানানো দরকার। ভৌগোলিক সীমানা নির্বিশেষে কার্যকর মঞ্চগুলিকে ব্যবহার করা দরকার এবং পরিবেশনা এমন হওয়া উচিত যাতে আন্তর্জাতিক স্তরের দর্শক ও শ্রোতা আকর্ষিত হওয়ার পাশাপাশি, ভারতের অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। ভবিষ্যৎ তাঁদেরই যাঁরা উদ্ভাবন করেন, সহযোগিতা করেন এবং সৃজনশীলতার কাজে অবিচল থাকেন। ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি প্রেরণার আলোকদিশা, অর্থনৈতিক প্রগতির চালিকাশক্তি, সাংস্কৃতিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠে সারা বিশ্বে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিক। আসুন, এমনটা নিশ্চিত করা যাক যাতে ভারতের প্রতিটি সৃজনধর্মী শিল্পী নিজের নিজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরের পরিবেশক হয়ে ওঠেন এবং আগামীর রূপরেখার দিশা সারা বিশ্ব জেনে নেয় ভারতেরই কাছ থেকে।

রাধাভাবে বিভোর নজরুল

ড. সতীনাথ ভট্টাচার্য

এবছর পূর্ণ হলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের ১২৫ বছর। গত ২৯ আগস্ট আমরা পেরিয়ে এসেছি কবির ৪৯ তম প্রয়াণদিবস। চৈতন্যভূমি নদিয়ার কৃষ্ণনগরে নজরুল পদার্পণ করেন ১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারি। আর কয়েকদিন পরেই আগামী বছর ৩ জানুয়ারি কবির কৃষ্ণনগর আগমনের শতবর্ষের সূচনা হবে। গত ১৫ নভেম্বর ছিল পুণ্য রাসপূর্ণিমা তিথি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে কবির কৃষ্ণভক্তির ওপর খানিক আলোকপাত করা যাক। নজরুল ইসলাম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁর লেখনী বেয়ে ঝরে পড়েছে প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেম। আন্তরিক ভক্তিতে কাজী বলে উঠেছেন, 'গাহ নাম অবিরাম, কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম।' তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে। তাঁর কথায়, বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই শ্রীহরির সৃষ্টি — 'আমার বলিতে কিছু নাই যে হরি / সকলি তোমারই দান।'

শ্রীচৈতন্যদেবের মতো তিনিও রাধাভাবে বিভোর হয়েছেন। বলেছেন — 'পার্বতী নহি আমি, আমি শ্রীমতী'। কাজীলেখনী লিখে গেছে — 'সখি ধুলাই যদি সে মাগে / আমি আপনি হইব রাঙাপথ-ধূলি / বঁধুয়ার অনুরাগে। / শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে যাবে / সেই পথের ধূলি হব, / সে চলে যেতে দলে যাবে / সে সুখে লো ধূলি হব।' তিনি জোরালো গলায় জানিয়েছেন যে, শ্যামল-কিশোর কৃষ্ণ ছাড়া তিনি আর কাউকে চেনেন না। ত্রিভুবন-পতি নারায়ণকে তিনি প্রিয়রূপে ধরা দিতে অনুরোধ করেছেন। রাধাভাবে বিভোর নজরুল বলেছেন — 'সখী, যোগিনীর বেশ ছাড়িয়া আবার ধরিব নীলাম্বরী / মথুরা ত্যাজিয়া ব্রজে কি আবার আসিবে কিশোর হরি?' অন্যত্র জানিয়েছেন — 'আমি কি সুখে লো গৃহে রব / শ্যাম হল যদি যোগী ওলো সখি / আমিও যোগিনী হব।' শ্যামসুন্দর গিরিধারীর চরণকমলে তিনি মিনতি জানিয়ে বলেছেন — 'মধুরাতে হে হৃদয়েশ মাধবী চাঁদ হয়ে এসো'। তিনি আবার বলে উঠেছেন — 'আঁখির প্রদীপ জ্বালি শিয়রে জাগিয়া রব / শ্যাম তব রূপ-পিয়াসী।' মরণবেলায় যেন তিনি প্রিয় শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণে আশ্রয় পান, তাই প্রার্থনা জানিয়েছেন — 'তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায় শরণ দিও, হে প্রিয়।' নজরুল কষ্টিপাথর দিয়ে নিজের হাতে ঠাকুরের মূর্তি গড়তে চেয়েছেন। ঠাকুরের হাতে বাঁশি দিলেও তিনি শ্রীচরণ গড়তে নারাজ। বলছেন — 'শ্রীচরণ তার গড়বো না মা, গড়লে চরণ পালিয়ে যাবে'। এতোটাই তাঁর ঠাকুরকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। প্রমীলা দেবীর দুসহ অসুস্থতা, প্রিয়জনদের চরম আঘাত যখন কবিকে মর্মাহত করে তুলছে, তখন তিনি এক মনে নারায়ণকে আহ্বান করে বলছেন — 'তোমার মহাবিশ্বে কিছু / হারায় না তো কভু, / আমরা অবোধ অন্ধ মায়ায় / তাই তো কাঁদি প্রভু।'

চির-উন্নত শির কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় শেষের দিকে প্রায় একই রকম কথা দু'বার বলেছেন। তিনি একবার বলেছেন, 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান - বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন', আরেকবার বলেছেন, 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান - বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!' মোট ১৩৯ লাইনের কবিতাটিতে এইরকম প্রায় একইরকম কথা একাধিকবার বলা আর হয় নি বললেই চলে। তাহলে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, কবিমনে অত্যন্ত প্রবল ছিল শ্রীবিষ্ণুর পরমভক্ত ভৃগুর মতো হওয়ার একান্ত বাসনা।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে অনেকবার শিবের সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন, 'আমি নটরাজ', 'আমি ধূর্জটি', 'আমি ব্যোমকেশ' ইত্যাদি। ব্রহ্মার কথা সরাসরি বলেন নি। গোলক ভেদ করার কথা আছে। আবার বলেছেন, 'আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী'। কিন্তু কখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর সাথে নিজের তুলনা টেনে আনেন নি। বরং বলেছেন, 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী'। অর্থাৎ কাজী হতে চেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের ছন্দ ও বেণুকার সুর। তিনি একটি গানে লিখেছেন — 'নূপুর হইবো তব চরণে'। অন্যত্র তিনি স্বীকার করেছেন, কৃষ্ণের মাথার শিখী-পাখা লেখনী হয়ে গোপনে তাঁকে দিয়ে কবিতা লেখায়। আর কবি তাঁর পরম আরাধ্য দেবতাকে কাঁকন-কেয়ূররূপে অঙ্গে ধারণ করতেও চেয়েছেন। নারায়ণের অঙ্গেও শোভা পায় কেয়ূর। শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্রে লেখা আছে, 'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান কনককুণ্ডলবান কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপু ধৃতশঙ্খচক্রঃ।।'

নজরুলের গান শুনলে বোঝা যায়, তিনি বেশ কয়েকটি গানে সরাসরিই বলেছেন যে, তিনি শিব নয়, কৃষ্ণকেই মনেপ্রাণে চান। 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী' গানে আকুল হয়ে তিনি কৃষ্ণকে চেয়েছেন - 'হে গিরিজাপতি ! কোথা গিরিধারী'। শিবকেই তিনি কৃষ্ণের রূপ ধরতে প্রার্থনা জানিয়েছেন। শিবের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হে শিব সুন্দর, বাঘছাল পরিহর, ধর নটবর-বেশ, পর নীপ-মালা।।' আবার বলেছেন, 'বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরী-ধারী।।' 'সৃজনছন্দে আনন্দে' গানে কাজী শিবকে প্রলয় তাল ভুলে সৃজন ছন্দে নাচতে অনুরোধ করেছেন। এখানেও তিনি লয়ের দেবতা শিবকে সৃজন-পালনকর্তা বিষ্ণুরূপেই দেখতে চেয়েছেন। তাই, তিনি লিখেছেন, 'ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি' / জটাতে পর চম্পা বেলী'। চম্পা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ফুল। 'সাজিয়াছ যোগী' গানটি যে মহাদেবের উদ্দেশ্যেই রচিত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাযোগী শিবকে কবি যোগ ভুলে নব অনুরাগে রাঙা হতে অনুরোধ করেছেন। এখানে তিনি লিখেছেন, 'ফাল্গুন কাঁদে / দুয়ারে বিষাদে....'। কিন্তু, কাজী 'ফাল্গুন' কথাটি লিখলেন কেন? তিনি 'বসন্ত' বললেন না কেন? আসলে বাংলা বারোমাসের মধ্যে একমাত্র ফাল্গুন মাসেই শিব ও কৃষ্ণ মুখোমুখি দাঁড়ান। ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্দশীতে হয় শিবরাত্রি। তারপর আসে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল অর্থাৎ মন রাঙিয়ে নেওয়া ও দেওয়ার দিন। এখানেও কিন্তু নজরুলের মহাদেবকে কৃষ্ণ সাজানোরই বাসনা।

ভৃগুর মতোই শ্রীবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন পরম বিষ্ণুভক্ত নজরুল। তিনি সর্বদা প্রার্থনা করেছেন, 'হে গোবিন্দ রাখো চরণে'। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাই প্রকট হয়েছে তাঁর ভৃগুর মতো পরমভক্ত হওয়ার বাসনা। তিনি চেয়েছেন, নারায়ণ যেন তাঁর সমস্ত অহংকার ধুয়েমুছে দিয়ে তাঁকে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপি আমি শ্যামের নাম / মা হলেন মোর মন্ত্র-গুরু ঠাকুর হলেন রাধা-শ্যামা।' আদ্যামায়ের মূর্তিতে প্রথম ধাপে আছেন গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তার উপরে আছেন শক্তিরূপিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া এবং একেবারে ওপরে আছেন ওঁ-কার পরিবেষ্টিত রাধা-কৃষ্ণ। অর্থাৎ প্রথমে গুরু। তাঁর শরণ নিলে আসবে শক্তি। আর সেই শক্তি এনে দেবে প্রেম - বিশ্বপ্রেম। তাই, কাজীর লেখনী বেয়ে বেরিয়ে এসেছে — 'মহামায়া মায়ার ডোরে আনবে বেঁধে শ্যাম-কিশোরে।' তিনিও বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হতে চেয়েছেন। শ্যামা মাকেও নজরুল শ্যাম সাজাতে চেয়েছেন। তাই, একটি শ্যামাসঙ্গীতে তিনি লিখেছেন - 'শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে দেখি আয়।' নজরুল 'হরপ্রিয়া' গীতিনাট্যে লিখেছেন - 'যে শিবানীর একরূপ হ্লাদিনী রাধিকা / যে শিবানী গোলকে রাধিকা, / শিবালোকে হরপ্রিয়া / বৈকুণ্ঠে কমলা / বৃন্দাবনে তিনিই শ্রীমতী হয়ে নীল শাড়ি পরি / নীল যমুনার তীরে করিছেন লীলা।' কৃষকদের উন্নতির কথা বলতে গিয়ে তিনি স্মরণ করেছেন বলরামকে। নজরুল ইসলামের কৃষ্ণভক্তির আরও নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর পুত্রের নামকরণ দেখলে। তিনি তাঁর এক পুত্রের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অনেক গান রচনা করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির বিদ্রোহীসত্তার দাপাদাপির অন্তরালেই জমাট বেঁধে আছে তাঁর প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেম। এই কবিতা লেখার সময় কবি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণ মুরারী আগত ঐ'। তাই, তাঁর বিদ্রোহে ভরা তরী ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়েছে কৃষ্ণপ্রেমের অকূল পাথারে।

বাদুড়িয়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা লিটনের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: আবার পোস্টার রাজনীতি। এবার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা বাদুড়িয়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা বুড়াহনুল মোকাদ্দিম ওরফে লিটনের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়ল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটনের বিরুদ্ধে বাদুড়িয়াতে একাধিক পোস্টার পড়ল। অর্থের বিনিময় পঞ্চায়েতে টিকিট দেওয়া, পুরসভার টোল প্লাজার নামে টাকা তোলা, আবাস যোজনার ঘর দুর্নীতিতে স্বজনপোষণ ও আর্থিক তছরুপের পাশাপাশি নেতাকর্মীদের শাঁসানোর একাধিক অভিযোগে লিখে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার

পড়ল। লিটনের মতো দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এভাবে পোস্টার পড়ায় রীতিমতো রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ বুড়াহনুল মুকাদ্দিম দাপুটে তৃণমূল নেতা নামে পরিচিত। আগামীতে তাঁর রাজনৈতিক ও দলগত বড় পদ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঠিক সেই সময় এই ধরনের পোস্টার তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনেকেই মনে করছে তাঁকে রাজনৈতিক ভাবে আটকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসেরই অপর গোষ্ঠী। তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় রীতিমতো রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে নারাজ। অডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'এইসব বিষয়ে আমার ভাববার কোন জায়গা নেই, সামনে অনেক বড় বড় দলীয় কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি।' বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি কৌশিক দত্ত বলেন, 'লিটনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। তবে এর সঙ্গে দলের কেউ যুক্ত নেই। এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। লিটনের রাজনৈতিক সাফল্য মেনে নিতে পারছে না বলেই এই ভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে।'

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে আসছে। তবে লিটনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা সত্য। তৃণমূল দলের কে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পাবে তা নিয়ে কামড়াকামড়ি চলছে। সত্যি কথা প্রকাশ্যে এনে প্রতিযোগিতার লাইন থেকে সরানোর জন্যই তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর তৃণমূল নেতারা এই কাজ করেছেন।'

নদীপথেও সদস্যা অভিযান বিজেপি বিধায়ক বিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোটা দেশেই বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে। বাংলায় দেরিতে শুরু হলেও বড় লক্ষ্যের দৌড়ে রাজ্য বিজেপি। এবার নতুনদের সঙ্গে পেতে নতুন পরিকল্পনা।

১১টি ক্ষেত্রের দিকে বাড়তি নজর। সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে কিছুটা এগোলেও এখনও অনেক পথ বাকি রাজ্য বিজেপির।

এই রকম পরিস্থিতিতে আরামবাগ মহকুমায় বিজেপির সদস্যতা অভিযানে এগিয়ে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় ৩৫০০ জনকে বিজেপির নতুন সদস্য হিসাবে দলে যোগদান করান, যা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অন্যান্য সংগঠক ও বিধায়কদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

উৎসব শেষে ঠিকঠাক শুরু হওয়া অভিযানে এখনও পর্যন্ত দলের নেতা-কর্মীদের সদস্যতা নবীকরণ সম্ভব হলেও নতুন লোককে সে ভাবে দলে টানা যায়নি। তাই এবার নতুন ১১টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে লক্ষ্যপূরণের লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামেন।নিজের বিধানসভা এলাকায় বিধায়ক হিসাবে বিমান ঘোষ বিজেপির নতুন সদস্য সংগ্রহের বিষয়ে ক্যাম্প করে কর্মসূচি নেন। পাশাপাশি ভৌগোলিক ভাবে দুর্গম জায়গাগুলিতে তিনি নদীপথে নৌকো করে গিয়ে সদস্য সংগ্রহ করে।

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে।তবে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি বিজেপি পরিকল্পনামাফিক কাজ করে। তাই সদস্য সংগ্রহের অভিযান বাস্তবায়িত হবে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, রাজ্যজুড়েই এই অভিযান শুরু হয়েছে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বিজেপির নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ চলছে মহকুমাজুড়ে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার নতুন সদস্য করেছি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিধায়ক হিসাবে এই কাজ করছি। আগামীদিনে এই সদস্য সংগ্রহের অভিযান আরও দ্রুত গতিতে চলবে।

পুলিশের তরফে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে ও পুরুলিয়া জেলা ওয়েলফেয়ার কমিটির পরিচালনায় বেলগুমা পুলিশ লাইনের সম্মেলন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিন বহু কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্মান জানানো হয়। জেলার উৎসাহ দান নামক এই সভাটি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। রাজ্যজুড়ে অসংখ্য কৃতি পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করতে এই সংস্থাটি প্রসংশিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার কনভেনর বিজিতাশ্ব রাউত, এসপি

অভিজিৎ ব্যানার্জি, এডিশনাল এসপি অবিনাশ ভিমরাও, অ্যাডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার কল্যাণ সিংহ রায় ও ডেপুটি এসপি (ডি ও টি) এস শ্বেতা সামন্ত সহ অনেকেই।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৫০ জন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে। বৃহস্পতিবার গলসি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ভুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

এদিন সভায় রাজ্যের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি তুলে ধরা হয়। সেই প্রচার সভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা আইএনটিইউসির সভাপতি সন্দীপ বসু, সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করা তৃণমূল নেতা শ্যামল কুমার রায়, সহ গলসি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব।

এদিন মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসর নেতৃত্বরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ থেকে শুরু করে যে সমস্ত সরকারি প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছেন সকল বিষয় গ্রামের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, গত একদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবাস যোজনার টাকা দিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, আগামী মাসের মধ্যে আবাস যোজনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।কিন্তু কেন্দ্র সরকার টাকা না দিলেও সেই টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেখান থেকে হোক ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন সেই কথাও তুলে ধরেন তৃণমূলের নেতৃত্বরা। বেশ কয়েকদিন আগে দেখা গিয়েছিল,পূর্ব বর্ধমান জেলার দাপুটে বিজেপি নেতা শ্যামল কুমার রায় প্রায় ১০০ জন কর্মী নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তারপর থেকে একের পর এক জায়গায় যোগদানের ঢল নামে। এদিনও দেখা যায় সেই একই চিত্র।

পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি দু'নম্বর ব্লকে প্রায় ৫০ জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে। বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, আইএনটিইউসির সভাপতি সন্দীপ বসু, বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ এদিন তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেয়। সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করা শ্যামল কুমার রায় জানিয়েছেন, জেলা বিজেপি কোটি কোটি টাকা খরচ করে জেলা কার্যালয় বানিয়েছে। কিন্তু সেখ ানে কার্যকর্তাদের দেখা নেই। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চায়। যার কারণে একের পর এক জেলা জুড়ে বিজেপি ছেড়ে সকলেই তৃণমূলে যোগদান করছেন।

মাইথন ড্যামে তলিয়ে মৃত ২, নিখোঁজ ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পিকনিকের মরসুম শুরু হতে না হতেই জন্মদিন উপলক্ষে পিকনিক করতে এসে মাইথন ড্যামের বরাকর নদে ডুবে মৃত্যু হল দু'জনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে ছয় ছাত্র ধানবাদ থেকে আসে ড্যাম 'সংলগ্ন বরাকর নদে পিকনিক করতে। বড় বড় পাথর আর গভীর জল রয়েছে তিনডাবর নামক ওই পিকনিক স্পটে। ওই এলাকাটি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার আওতায় মাইথন থানার অন্তর্গত। বুধবার তিনজন ডুবে যায় দুর্ঘটনা দেখে বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে দু'জনের দেহ উদ্ধার করা হয়। ডুবে যাওয়া পড়ুয়ারা হল তাইয়াব, জায়েদ হোসেন এবং যুবরাজ সিং। এদের বাড়ি ধানবাদ জেলার ওয়াসেপুরে। মাইথন প্রশাসন এবং স্থানীয়রা মিলে উদ্ধারকার্য চালালে দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেক বছর বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানায় মাইথন ড্যাম পিকনিক করতে আসা সকলের ওপর কড়া নজরদারি রাখে বাংলা ও ঝাড়খন্ড প্রশাসন। কিন্তু শীতের মরসুমের শুরুতেই এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছে ড্যাম্পের নিরাপত্তার ওপর।

অণ্ডাল থেকে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার কানপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: চলতি মাসের ৯ তারিখ বিকেলে ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির পাশে একটি আবাসনে খেলছিল নাবালিকা। সন্ধ্যা নাগাদ তার ভাই বাড়ি ফিরলেও মেয়েটি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি শুরু করে। সেই মুহূর্তে মেয়েটির বাবা জানান,'ছেলের কাছে জানতে পারি, আমাদের বাড়ির সামনে আবাসন আছে সেখানে তারা খেলছিল। ওই আবাসনে ভাড়ায় থাকা দু'জন যুবক মেয়েকে ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে মেয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমনকি তারপর থেকে ওই দুই যুবকও বেপাত্তা হয়েয় যায়।'

ছ'দিন পরও কোনও হদিশ না মেলায় থানায় বিক্ষোভ দেখায় পরিবার। ঘটনায় নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পুলিশ জোরকদমে শুরু করে তদন্ত, ১৫ দিন পর উত্তর প্রদেশের কানপুর থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার পুলিশ উত্তরপ্রদেশের কানপুরে হানা দিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করে নাবালিকাকে, গ্রেপ্তার হয় অপহরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত যুবক আকসার খান। ধৃত আকসার খানকে পুলিশ বৃহস্পতিবার আদালতে তোলে। রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ-নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে এই থানায় পৌঁছন বিজেপির

কর্মী সমর্থকরা।

থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। বিজেপি নেত্রী সুমন পান্ডে জানান, পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে যে ভাবে কঠোর নিরাপত্তার বেরা দিয়ে আদালতের নিয়ে গেল সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। একজন অপরাধীকে এভাবে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কী মানে? যদিও সুরক্ষার খাতিরে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ এভাবেই আদালতে নিয়ে যায়। বিজেপির তরফে দাবি করা হয় অপরাধীদের কঠিন শাস্তির।

নদীবাঁধে ধস, বেহাল বাসিন্দাদের যাতায়াত

দ্রুত কাজের আশ্বাস বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গোমতী নদীর বাঁধ ধসে গিয়ে বসে পড়েছে। আর তাতেই বেহাল নদীবাঁধের ওপরের রাস্তা। নদীবাঁধের ওপরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে সমস্যা বাসিন্দাদের। গত কয়েক মাস ধরে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হেমনগরের বাসিন্দারা বেহাল নদীবাঁধের ওপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। যদিও বিডিও দ্রুত ওই নদীবাঁধ মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন।

ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হেমনগরে গোমতী নদীর বাঁধের ওপর কয়েক বছর আগে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ইটের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। ওই বাঁধরাস্তার ওপর দিয়েই প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। চলতি বছর টানা বৃষ্টিতে ওই নদীবাঁধের প্রায় ৩০০ মিটার দীর্ঘ অংশ বসে গিয়েছে। তাতে ইটের সোলিং বিপদজনক হয়ে পড়েছে। সোলিং করা ইটগুলো উঁচু-নিচু ভাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

ওই নদীবাঁধের ওপরে আলো নেই। দিনের বেলা বাসিন্দারা যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় তো পড়ছেন ই। রাতে ওই রাস্তা মরণফাঁদে পরিণত হচ্ছে। অসুস্থ রোগী বা প্রসূতিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় চরম ভোগান্তি হচ্ছে। রাতের দিকে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কয়েকজন বাসিন্দা দুর্ঘটনার কবলেও পড়েছেন। বাসিন্দারা দ্রুত ওই নদীবাঁধ মেরামতের দাবি তুলেছেন।

হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'হেমনগরে নদীবাঁধ পরিদর্শনের জন্য সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশা করছি, খুব দ্রুত নদীবাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হবে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) মেসার্স ডায়মন্ড কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা), (স্বত্বাধিকারী : শ্রী তুহিন কান্তি সরকার)** ঠিকানা - ৩১/১/১৮৪, যশোর রোড, শ্রাচী ভিলেজ, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট নং ২ডি, মধ্যমগ্রাম, পো. উদয়রাজপুর, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৯ **এবং আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য় তল, ৮৭/১২/৫০৮ই, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **(২) শ্রী তুহিন কান্তি সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা তপন কান্তি সরকার, ঠিকানা - ৩১/১/১৮৪, যশোর রোড, শ্রাচী ভিলেজ, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট নং ২ডি, মধ্যমগ্রাম, পো. উদয়রাজপুর, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৯ **এবং আরও ঠিকানা** ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য় তল, ৮৭/১২/৫০৮ই, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **(৩) শ্রী তারক নাথ বিশ্বাস (জামিনদাতা)** পিতা সুখেন্দু বিকাশ বিশ্বাস ঠিকানা - মধ্যম পাড়া, উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য় তল, ৮৭/১২/৫০৮ই, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭ (৪) **শ্রীমতি সংযুক্তা চ্যাটার্জি (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী তরুণ কান্তি সরকার ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য় তল, ৮৭/১২/৫০৮ই, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭ অ্যাকাউন্ট **বোরাল শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৮,৪৩,৭৩৪.৫৩ টাকা (আটাত্তর লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ চৌত্রিশ টাকা এবং তিপান্ন পয়সা)** ০৪.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বোরাল শাখার** নিকট বকেয়া **৭৮,৪৩,৭৩৪.৫৩ টাকা (আটাত্তর লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ চৌত্রিশ টাকা এবং তিপান্ন পয়সা)** ০৪.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২ডি, ৩য়তলে, ব্লক নং ৪, পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৫.৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া শ্রাচি ভিলেজে, আরএস দাগ নং ৮৩৩ (অংশ), ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯৯, জেএল নং ৪৩, পরগনা : আনওয়ারপুর, আরএস নং ৬, সাব রেজিস্ট্রি অফিস -বারাসত, তৌজি নং ১৪৬, মৌজা : উদয়রাজপুর, হোল্ডিং নং ৩১/১, ওয়ার্ড নং ৮, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **তুহিন কান্তি সরকার এর নামে,** রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নথিভুক্ত নং ০০৭৭১-২০০৯ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারাসত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গ্রামীণ পথ, দক্ষিণে : অংশ দাগ নং ৮৩৩, জে ভি প্লাস্টো ক্র্যাফটস প্রা লি. এর দখলে, পূর্বে : যশোর রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ৮৩১ এবং ৮৩২

তারিখ :২১.১১.২০২৪/ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(রুল-৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সজল গাঙ্গুলি এবং শ্রীমতি মৌসুমী গাঙ্গুলি, উত্তরায়ণ অ্যাপার্ট মেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ১২৮৪, ফর্তাবাদ মেন রোড, হরিমাটি গার্লস স্কুলের নিকট, পোস্ট গরিয়া, থানা - নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৮৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,২৪,৭০৮.০০ টাকা (সাতাশ লাখ চব্বিশ হাজার সাতশ আট টাকা)** ২২.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৭,২৪,৭০৮.০০ টাকা (সাতাশ লাখ চব্বিশ হাজার সাতশ আট টাকা)** ২২.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৩০৩৪ থেকে ৩০৫৫, দলিল নং ০৫৫২৫-২০২১ সালের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
মালিক : শ্রী সজল গাঙ্গুলি এবং শ্রীমতি মৌসুমী গাঙ্গুলি।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং বি, চতুর্থতলে, উত্তর পূর্ব দিকে উক্ত পাঁচতলা ভবনে, পরিমাণ আনুমানিক ৯৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক টয়লেট , এক ডবুসি, এক ব্যালকনি, এবং সমুদয় বৈদ্যুতিক, স্যানিটারি, এবং অন্যান্য ফিটিংস এবং ফিক্সচার সহ অবস্থিত প্রেমিসেস পরিচিত 'উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ১২৮৪, ফরতাবাদ মেন রোড , ওয়ার্ড নং ২৯(পূর্বতন ২৭) অবস্থিত থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নির্দিষ্ট অংশ আরএস দাগ নং ২৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৬৬/১ ।মৌজা : বারহানসফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, পরগনা : মেদানমাল্লা, তৌজি নং ১০৯, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার সোনারপুর, রাজাপুর সোনারপুর পুরসভা।
ভবন এর চৌহদ্দি : উত্তরে : ২৩ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, দক্ষিণে : জমি আরএস দাগ নং ২৫৮, পূর্বে : জমি আরএস দাগ নং ২৫৬, পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ২৫৪।

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.১১.২০২৪, স্থান - কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি, বেহালা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.১২.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরিষা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৮,৮৭,৮৯৫.০০ টাকা (আট লাখ সাতাশি হাজার আটশ পঁচানব্বই টাকা) ২৪.০৬.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রীমতি বীভা দেবনাথ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা** - বাগানি পাড়া, গঙ্গে গঙ্গাধর, পো. এবং থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রীমতি বিভা দেবনাথ ঠিকানা :** বাগানী পাড়া, গঙ্গে গঙ্গাধর, পো এবং থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১। খ) **বড়িশা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, মৌজা :বেহালা গ্রাম, খতিয়ান নং ৫৩৮, দাগ নং ১৬৫৬, কলকাতা পৌর সংস্থার (এসএস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৯, প্রেমিসেস নং ১৬৯, জয়রামপুর জলা রোড, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, দলিল নং ১৬০৭-০১৬৩০- ২০২০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী বোসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সম্পত্তি প্লট নং ২ এবং ৩; পশ্চিমে : শ্রী যোগেশ চক্রবর্তীর সম্পত্তি।	**৮,৮৭,৮৯৫.০০ টাকা (আট লাখ সাতাশি হাজার আটশ পঁচানব্বই টাকা) ২৪.০৬.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৮,০৩,০০০.০০ টাকা (*) (আট লাখ তিন হাজার টাকা) খ) ৮০,৩০০.০০ টাকা (আশি হাজার তিনশ টাকা) ই-নিলামের তারিখে এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50505390175A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.১২.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট, ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগের ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
২) সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ করুন হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ২১.১১.২০২৪
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞপ্তি

<u>জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া ২০২৪ সালের ৬৪ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা</u>

দরখাস্তকারিনী খেয়ালী হাজরা পাল, স্বামী - সৌরভ হাজরা, পিতা - বানিব্রত পাল, সাকিম - রাধানগর, পোঃ- হরিশনগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, জেলা হুগলীর ২ নং কাপাসডাঙ্গা আলিপুর, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০৩ এর স্থায়ী নিবাসী **সবিতাব্রত পাল (অধুনা মৃত)** গত ইংরাজী ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে পরলোকগমন করায় তাহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারিনী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত কারিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার কোন ভারপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট বাবু দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

<u>তপশীল সম্পত্তি</u>

জেলা হুগলী, থানা – চুঁচুড়ার অধীন, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, আলিপুর মহল্ল্যাস্থিত, জে.এল নং ১০, মৌজা - কাপাসডাঙ্গা, এল আর খতিয়ান নং - ১৩৮১/২ **(সবিতাব্রত পাল)** ভুক্ত :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
১।	৪২৪	৫২৪	শুনা	০.০১২ একর
২।	৫৩০	৫৩০	পুকুর	০.০৬১ একর
৩।	৫২৬	৫২৬	বাস্তু	০.০২৫ একর এবং এর সাথে বসবাস যোগ্য গৃহ

জেলা হুগলী, থানা – চুঁচুড়ার অধীন, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, আলিপুর মহল্ল্যাস্থিত, জে.এল নং ১০, মৌজা – কাপাসডাঙ্গা, এল আর খতিয়ান নং – ১৪৮৬/২ **(সবিতাব্রত পাল)** ভুক্ত :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
৪।	৫২৮	৫২৮	ডাঙ্গা	০.০৭০ একর
৫।	৫৩২	৫৩২	বাগান	০.০৪৮ একর

জেলা হুগলী, থানা – পোলবার অন্তর্গত, সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভুক্ত, জে.এল নং - ৭৯, যাদবপুর, এল আর খতিয়ান নং - ১৭৭/২ **(সবিতাব্রত পাল)** :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
৬।	২৯৫	২৯৫	শালি	০.০৩ একর
৭।	৩০২	৩০২	শালি	০.২০ একর
৮।	৩০২/৫৬৭	৩০২/৫৬৭	শালি	০.২৮ একর
৯।	৪৫৬	৪৫৬	বাগান	০.১০ একর
১০।	৪৬৩	৪৬৩	শুনা	০.০৩ একর
১১।	৪৭৩	৪৭৩	বাগান	০.৩০ একর
১২।	৬৮	৬৮	বাগান	০.১২ একর

জেলা হুগলী, থানা – পোলবার অন্তর্গত, সুগন্ধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভুক্ত জে.এল. নং- ৬৮, মৌজা- কলোড়া, এল আর খতিয়ান নং- ৪২৪ **(সবিতাব্রত পাল)** :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
১৩।	২২৯/১০৫২	২৪৭	কলাবাগান	০.০৬ একর
১৪।	১৮৮	২৫৭	আমবাগান	০.০৮ একর
১৫।	২২৯	২৬০	আমবাগান	০.৫০ একর
১৬।	২২৮	২৬১	আমবাগান	০.১২একর
১৭।	২৩৬	২৭৫	আমবাগান	০.৩০ একর
১৮।	২২৭	২৬২	ডোবা	০.০৪ একর
১৯।	২৫৯	২৫৯	আমবাগান	০.৬১ একর
২০।	২৬৪	২৬৪	আমবাগান	০.০১ একর

জেলা হুগলী, থানা – পোলবার অন্তর্গত, সুগন্ধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভুক্ত, জে.এল নং- ৮২, মৌজা - মহেশ্বরবাটি, এল আর খতিয়ান নং - ৪৭৭/১ **(সবিতাব্রত পাল)** :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
২১।	২১১	২১১	শালি	০.১০ একর

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু
স্বরূপ ঘোষ

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

<u>জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া ২০২৪ সালের ৬৫ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা</u>

দরখাস্তকারিনী খেয়ালী হাজরা পাল, স্বামী - সৌরভ হাজরা, পিতা - বানিব্রত পাল, সাকিম - রাধানগর, পোঃ- হরিশনগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, জেলা হুগলীর ২ নং কাপাসডাঙ্গা আলিপুর, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১০৩ এর স্থায়ী নিবাসী **সত্যব্রত পাল (অধুনা মৃত)** গত ইংরাজী ২৪/০৭/২০২২ তারিখে পরলোকগমন করায় তাহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারিনী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত কারিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার কোন ভারপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট বাবু দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

<u>তপশীল সম্পত্তি</u>

জেলা হুগলী, থানা – চুঁচুড়ার অধীন, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, আলিপুর মহল্ল্যাস্থিত, জে.এল নং ১০, মৌজা - কাপাসডাঙ্গা, এল আর খতিয়ান নং - ১৪৪৭ **(সত্যব্রত পাল)** ভুক্ত :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
১।	৪২৪	৫২৪	শুনা	০.০১১ একর
২।	৫৩০	৫৩০	পুকুর	০.০৬১ একর
৩।	৫২৬	৫২৬	বাস্তু	০.০২৫ একর এবং এর সাথে বসবাস যোগ্য গৃহ

জেলা হুগলী, থানা – চুঁচুড়ার অধীন, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, আলিপুর মহল্ল্যাস্থিত, জে.এল নং ১০, মৌজা – কাপাসডাঙ্গা, এল আর খতিয়ান নং – ১৪৪৭/২ **(সত্যব্রত পাল)** ভুক্ত :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
৪।	৫২৮	৫২৮	ডাঙ্গা	০.০২০ একর
৫।	৫৩২	৫৩২	বাগান	০.০৪৮ একর

জেলা হুগলী, থানা – পোলবার অন্তর্গত, সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভুক্ত, জে.এল নং - ৭৯, যাদবপুর, এল আর খতিয়ান নং - ১৭৭/১ **(সত্যব্রত পাল)** :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
৬।	২৯৫	২৯৫	শালি	০.০৩ একর
৭।	৩০২	৩০২	শালি	০.২০ একর
৮।	৩০২/৫৬৭	৩০২/৫৬৭	শালি	০.২৮ একর
৯।	৪৫৬	৪৫৬	বাগান	০.১০ একর
১০।	৪৬৩	৪৬৩	শুনা	০.০৩ একর
১১।	৪৭৩	৪৭৩	বাগান	০.৩০ একর

জেলা হুগলী, থানা – পোলবার অন্তর্গত, সুগন্ধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভুক্ত জে.এল. নং- ৬৮, মৌজা- কলোড়া, এল আর খতিয়ান নং- ৪২০ **(সত্যব্রত পাল)** :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
১২।	২২৯/১০৫২	২৪৭	কলাবাগান	০.০৬ একর
১৩।	১৮৮	২৫৭	আমবাগান	০.০৯একর
১৪।	২২৯	২৬০	আমবাগান	০.৫০ একর
১৫।	২২৮	২৬১	আমবাগান	০.১২একর
১৬।	২৩৬	২৭৫	আমবাগান	০.৩১ একর
১৭।	২২৭	২৬২	ডোবা	০.০৫ একর
১৮।	২৫৯	২৫৯	আমবাগান	০.০৪ একর
১৯।	২৬৪	২৬৪	আমবাগান	০.০১ একর

জেলা হুগলী, থানা – পোলবার অন্তর্গত, সুগন্ধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা ভুক্ত, জে.এল নং- ৮২, মৌজা - মহেশ্বরবাটি, এল আর খতিয়ান নং - ৪৬৫/১ **(সত্যব্রত পাল)** :-

ক্র. নং	আর.এস দাগ নং	এল.আর দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
২০।	২১১	২১১	শালি	০.১০ একর

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু
স্বরূপ ঘোষ

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

ছাদে রক্তাক্ত অষ্টমের ছাত্রের দেহ উদ্ধার, মাথায় গুলির চিহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক ভাবে নিজের বাড়ির ছাদ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মাথায় গুলির আঘাতের চিহ্ন সনাক্ত করেছে পুলিশ। যদিও ঘটনাস্থল থেকে কোনও রকম আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকার। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম সামিউল ইসলাম (১৪)। সে স্থানীয় রমেশ চন্দ্র হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। মৃত ছাত্রের মা রুমালী বিবি পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন সকালে কালিয়াচকের শেরসাহিতে ব্যবসার কাজে বেরিয়ে যাই স্বামী রাজিকুল ইসলাম। তাদের পরিবারে তিন ছেলে দুই মেয়ে রয়েছে। সামিউল বাড়ির ছোট ছেলে ছিল।

রুমালী বিবি আরও বলেন, এদিন মেয়েকে নিয়ে আমি স্কুলে যায়।বাড়িতে একাই ছিল ওই ছেলে। হঠাৎ বাড়ির ছাদ থেকে প্রতিবেশীরা গুলির আওয়াজ শুনতে পান। পরে প্রতিবেশীদের ফোন পেয়ে বাড়ি ছুটে আসি। ছাদে গিয়ে দেখতে পাই ছেলের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচকের এসডিপিও ফাইজাল রেজা ও কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে ওই ছাত্রটি আংশিক মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। তবে বন্দুকটি কোথা থেকে এল, কী ভাবে গুলি চালালো নাকি ওই ছাত্র নিজেই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জঙ্গলমহলে জনসংযোগে ভারতী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বেলপাহাড়ির জঙ্গলমহলের বাঁশপাহাড়িতে জনসংযোগ কর্মসূচি করলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ভারতী ঘোষ। জনসংযোগ কর্মসূচিতে এলাকার মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন এবং দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করেন। জনসংযোগের লক্ষ্যে বাঁশপাহাড়ি এলাকার সাতটি ক্লাবকে ফুটবল উপহার দেন এবং উপস্থিত মহিলা সহ সকলকেই মিষ্টি মুখ করান।

ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার থাকাকালীন জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের হাতে নিহত শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রাক্তন পুলিশ সুপারকে কাছে পেয়ে আলিঙ্গন করেন উপস্থিত মা-বোনেরা। কারণ, পুলিশ সুপার থাকাকালীন এই ভারতী ঘোষ এলাকার কয়েকশো মাওবাদীকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতী ঘোষ বলেন, সাধারণ মানুষদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে তিনি বারবার এই এলাকায় আসবেন। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি এইসব এলাকার বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরবেন।

খনি অঞ্চলে কয়লা পাচারের অভিযোগে সরব বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: খনি অঞ্চলে ফের শুরু হয়েছে অবৈধ কয়লা খনন ও পাচার বলে অভিযোগ বিরোধীদের। শাসকদল ও প্রশাসনের একাংশের মদতেই এই কাজ চলছে বলে অভিযোগ তাদের। বেআইনি কয়লা কারবার রুখতে সর্বত্র অভিযান চলছে বলে দাবি পুলিশের।

বাম থেকে তৃণমূল জমানা, খনি অঞ্চলে অবৈধ খনন ও কয়লা পাচারের অভিযোগ উঠেছে বারবার । বেশ কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২০ সালে অবৈধ কয়লা পাচার নিয়ে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। তদন্তে নেমে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি, একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গ্রেপ্তারও করা হয়। সেই মামলা বর্তমানে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। ধরপাকড়, গ্রেপ্তার, কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতার কারণে বেশ কিছুদিন কয়লা পাচারে ছেদ পড়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবার আসানসোল, রানিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ খনন ও পাচার শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

সোমবার জামুড়িয়া থানা মোড়ে দলীয় সভায় এই নিয়ে সরব হন প্রাক্তন বাম সাংসদ তথা সিপিআইএম নেতা বংশগোপাল চৌধুরী। তিনি দাবি করেন, জামুড়িয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে খনন ও কয়লা পাচার চলছে। রাজ্য পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই, কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। বেআইনি কয়লা কারবার বন্ধের দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন বলে দাবি করেন তিনি ।

মঙ্গলবার বিজেপি নেতা জিতেন তিওয়ারি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দাবি করেন, পাণ্ডবেশ্বর থানার বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের দান্য গ্রামের খান পাড়াতে অবৈধ কয়লার ডিপো চলছে। দাবির সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ তিনি অবৈধ ডিপোতে কয়লা মজুতের কয়েকটা ছবিও পোস্টও করেন। যদিও সমাজ মাধ্যমে তার দাবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

বিজেপির আসানসোল

সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক ছোটন চক্রবর্তীর দাবি বামেদের ৩৪ বছরের অপশাসনে অনুপ্রেরিত হয়ে তৃণমূল দুর্নীতি শুরু করেছে । বিরোধীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে বুধবার তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন বলেন, বামেদের মদতে শুরু হওয়া কয়লা, বালির অবৈধ কারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে বন্ধ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ সূত্রে জানা যায় বেআইনি কয়লা কারবার রুখতে সর্বত্র পুলিশি অভিযান চলছে।

ডায়মন্ড হারবারে আবাসে নামেও বাড়িতে না, বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন দুই পঞ্চায়েত সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: বাংলা আবাস যোজনায় রাজ্যের দিকে দিকে তালিকায় শাসকদলের নেতা কর্মীদের নাম থাকায় ক্ষোভ চরমে উঠেছে। অনেক তৃণমূল নেতা কর্মীর পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও সমীক্ষার সময় গোয়ালঘর বা রান্নাঘরের ছবি তোলানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকে উলটপুরাণ। এই ব্লকের তৃণমূলের দুই পঞ্চায়েত সদস্যের নাম তালিকায় থাকলেও, বাড়ি নিতে চান না বলে বিডিওর কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। দুই পঞ্চায়েত সদস্যের আবেদন পাওয়ার পর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে দুই জনপ্রতিনিধির নাম। এঁরা হলেন বাসুলডাঙা পঞ্চায়েতের চাঁদা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য এনায়েত হোসেন মোল্লা ও মশাট পঞ্চায়েতের রাজু সরকার।

দু'জনেরই ২০১৮ সালে কাঁচাবাড়ি ছিল বলে জানিয়েছেন। পরে দু'জনেই ঋণ নিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করেন। তাঁরা চান গ্রামের অন্য মানুষ এই আবাস পাক। বাসুলডাঙা পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য এনায়েত হোসেন মোল্লা বলেন, 'আগে আমরা মাটির বাড়িতে থাকতাম। তখন আমি ভোটেও দাঁড়ানি। বাড়ির জন্য আবেদন করেছিলাম। পরে আমার ছেলে ও অন্যদের সহযোগিতায় পাকা বাড়ি বানিয়েছি। এখন আর পাকা বাড়ির দরকার নেই। অনেক বঞ্চিত মানুষ রয়েছেন, তাঁদের মাথার উপর ছাদ দরকার। তাই আমার নাম আবাস তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বিডিও সাহেবকে অনুরোধ জানিয়েছি।'

মশাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রাজু সরকার বলেন, 'আগে ভাড়া বাড়িতে খ ুব কষ্ট করে থাকতাম। তাই সরকারি ঘরের আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু লোন নিয়ে নতুন বাড়ি করেছি। তাই যখ ন জানতে পারি যে আমার নাম আবাস তালিকায় রয়েছে, তখনই বিডিও সাহেবের কাছে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানাই। কারণ আমার তো পাকা বাড়ি আছে। এলাকায় বহু গরিব মানুষ আছেন, তাঁরা এখনও ঘর পাচ্ছেন না। তাঁরাই ঘর পাওয়ার উপযুক্ত। যারা পাকা বাড়িতে আছে, তারা কেন ঘর পাবে? আবাসের তালিকায় কিছু ভুলচুক রয়ে গিয়েছে। পাকা বাড়ি আছে অথচ যাঁদের নাম তালিকায় আছে, তাঁদের উচিত আমার মতো এগিয়ে এসে নিজের নামটা কাটিয়ে দেওয়া। যাতে করে যোগ্য বঞ্চিত মানুষরা ঘরের সুবিধা পেতে পারে।'

আবাসের বাড়ি ফেরানোর ঘটনাকে ডায়মন্ড হারবার মডেল বলে জানিয়েছেন বিধায়ক পান্নালাল হালদার। প্রশংসা করেছেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখদীন ইসলাম। তিনি বলেন, 'সত্যি এমন মানুষ এখনও রয়েছেন, তা কার্যত ভাবাই যায় না। যাঁরা নিজ উদ্যোগে আবাস তালিকা থেকে নাম প্রত্যাহার করছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ। এই রকম সচেতনতাই পারে সুন্দর সমাজ গড়তে।'

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাটু বলেন, 'আবাস নিয়ে তৃণমূল এত দুর্নীতি করেছে যে মানুষ তাদের ছিঃ ছিঃ করছে। তাই নাটক করে বাড়ি ফিরিয়ে মহৎ সাজার চেষ্টা চলছে। কিন্তু মানুষ তৃণমূলের স্বরূপ চিনে গিয়েছে। নাটক করে কোনও লাভ হবে না।' তৃণমূল নেতা সন্দীপ সরকার বলেন, 'ডায়মন্ড হারবার মডেল মানে অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া। এটাই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা। আবাসের বাড়ি ফিরিয়ে আমাদের দুই সদস্যই আবারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। অনেকসময় দেখি ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে বিরোধীরা বড়বড় কথা বলে। এবার তারা কি বলবে! বিজেপি সিপিএমদের এমন নজির আছে! শুধু মুখেই বড়বড় কথা।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাসপাতাল পরিদর্শন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: আরজিকর কাণ্ডের আবহে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে দেখছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খ তিয়ে দেখছে দলটি। এই দলের সঙ্গে আছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকরা।

বুধবার দলটি ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার কুলপি, নামখানা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল ঘুরে দেখেন। বিস্তারিতভাবে প্রকল্পের খোঁজখ বর নেয় দলটি। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ঘুরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখে ন। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন একাধিক প্রকল্প চলছে। কথা বলেন ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সহ আধিকারিকদের সঙ্গে।

এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়ন্ত সুকুলের সঙ্গে বৈঠক করে প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পরে আবার ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের প্রিন্সিপাল উৎপল দাঁ এবং এমএসভিপি তন্ময় পাঁজার সঙ্গে

সিএমওএইচ জয়ন্ত সুকুলকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক সারেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জয়ন্ত সুকুল বলেন, 'জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় একাধিক প্রকল্প চলে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেই কাজগুলি খতিয়ে দেখতে আমাদের জেলার দু'দিন ধরে মেডিক্যাল কলেজ, সুপার স্পেশালিটি ও গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বেশ কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।আমাদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠকও করেছেন। আগামী শনিবার স্বাস্থ্য ভবনেও তাঁরা বৈঠক করবেন।'

ফ্লাইং কিসে নির্মল ঘোষকে-সিবিআই অভিযানে বামেদের কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: ফ্লাইং কিসে নির্মল ঘোষকে এবং সিবিআই অভিযানে বামেদের কটাক্ষ করলেন সদস্যপদ অভিযানে এসে বিজেপি রাজ্য সভাপতির।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের গুমা রেলগেট লাগোয়া একটি জায়গায় বিজেপির নতুন সদস্যদের নাম রেজিস্ট্রেশনের একটি কর্মসূচিতে যোগদান করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।নিজে হাতে নতুন সদস্য হতে আসা কয়েকজনের নাম নিজে হাতে রেজিস্ট্রেশন করে দেন। এরপর তিনি অশোকনগরের সেনডাঙ্গা এলাকায় একই ধরনের আরও একটি কর্মসূচিতে যোগদান করেন।

তার আগে গুমায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেন। রাজ্যে শাসকদলে অভিষেক ও মমতাপন্থী তৃণমূল নেতাদের মধ্যে যখন কাদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে সে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সুকান্ত মজুমদার জানান, একটা পার্টি মরে যাওয়ার আগে এমনটা হয়। যদু বংশ ধ্বংস হওয়ার আগে মুষল পর্ব শুরু হয়েছিল তৃণমূলে এমনটাই চলছে। তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবছেন দেহত্যাগ করার আগে পদত্যাগ করবেন না আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পিসিকে ল্যাং মেরে চেয়ার পেতে চাইছেন। আমরা মোরগ লড়াই দেখছি আর নারদ নারদ বলছি।'

মহিলাকে নির্মল ঘোষের ফ্লাইং কিস প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার জানান, এটাই তৃণমূলের কালচার যে মহিলাকে করছেন তিনি সম্ভবত বার ড্যান্সার। আরজি কর কাণ্ডে নির্ভয়ার দেহ হাইজ্যাক করে তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, 'আমি এত মহিলাকে টিকিট দিয়েছি তারা মহিলাকে কী নজরে দেখছেন বা কী উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে নিয়ে আসছেন এই সমস্ত লিডারদের দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

বামেদের আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত নিয়ে সিবিআই অফিস অভিযানের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, বামেরা এখন 'ঝাড়ু বাম' হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যখন কোনও আন্দোলন সংঘটিত হয় তখ ন বাম অতি বাম এবং ঝাড়ু বামেরা ঢুকে গিয়ে আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়। যখন অরাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গেল তখনই আরজি করের আন্দোলন আস্তে আস্তে কমে গেল। পাশাপাশি তাদের সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আগামী বিধানসভা ভোটের আগে যে এলাকায় জনসংযোগ তৈরি করা হচ্ছে তা জানিয়ে গেলেন রাজ্য সভাপতি।

কুখ্যাত দুষ্কৃতী কেলো গ্রেপ্তার, উদ্ধার পাইপ গান, তাজা কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে আরও তৎপর পুলিশ। আর এই সবের মধ্যেই শ্রীরামপুরে কুখ্যাত দুষ্কৃতী রঞ্জিত সিং ওরফে কেলো অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে 'স্পেশাল ড্রাইভ' শুরু করেছে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশও স্পেশাল রেড শুরু করে। এরপর বুধবার ডানকুনি থেকে এক 'ফেরিওয়ালাকে' অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। বুধবার ভোরে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ বৈদ্যবাটি দীর্ঘাঙ্গী মোড় থেকে কেলোকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে একটি পাইপ গান একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে।

প্রসঙ্গত, কসবার ঘটনায় মিলেছে বিহারযোগ। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনজন। তবে, গত মঙ্গলবার আগে রাজ্য থেকে ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেই সময় বারুইপুর পুলিশ জেলা, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অভিযানে পুলিশি অভিযান হয়। অভিযান চলে হাওড়া কমিশনারেট এলাকাতেও। এছাড়া সিআইডির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের তরফে বনগাঁয় অভিযান চালানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন পুলিশ জেলা, কমিশনারেট এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফে। সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারের কাছে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রাজ্য পুলিশ ডিরেক্টরেট থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

কার্তিক বিসর্জনে কার্নিভালের রূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কার্তিক ঠাকুর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সোনামুখী পুরশহরে কার্নিভালের চেহারা নিল, তৈরি হয়েছে জনসমুদ্র, মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কালী কার্তিকের শহর হিসেবেই পরিচিত বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পুরশহর সোনামুখী। এখ ানে দুর্গাপুজো নয় কালী ও কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেন সকল সাধারণ মানুষ। সোনামুখী পৌরশহরে কার্তিক ঠাকুর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে জনসমুদ্র। যেকোনো ধরনের অপ্রতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অত্যন্ত সতর্ক বাঁকুড়া জেলা পুলিশ প্রশাসন

এবং সোনামুখী পুরসভা। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের তরফে সোনামুখী পুর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

সোনামুখী পুরশহরে লাইসেন্স প্রাপ্ত কার্তিক পুজোর সংখ্যা রয়েছে ১৯টি। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রতিটি পুজো কমিটি নিজেদের কার্তিক ঠাকুর নিয়ে সোনামুখী পুরশহরের প্রাণকেন্দ্র চৌমাথায় উপস্থিত হন এবং সেখানে তাঁরা আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুজো কমিটির সদস্যরা চৌমাথায় আনন্দ উচ্ছ্বাস করেন। এইভাবে প্রতিটি কার্তিক পুজো কমিটি চৌমাথায় উপস্থিত হয়। কার্তিক ঠাকুর বিসর্জন রীতিমতো কার্নিভালের চেহারা নেয়। আট থেকে আশি সকলেই কার্তিক ঠাকুর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেন।

পাশাপাশি কার্তিক ঠাকুর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য বাঁকুড়া জেলা পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। সোনামুখী পুরশহরে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঐতিহ্য অনুযায়ী বুধবার রাতভর কার্তিক পুজো কমিটির সদস্যরা নিজেদের ঠাকুর নিয়ে সোনামুখী পুরশহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদক্ষিণ করবেন এবং বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নির্দিষ্ট স্থানে ঠাকুর বিসর্জন করবেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
কলকাতা সেন্ট্রাল ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০১০৬
শাখা : পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা

বিক্রয়ের জন্য নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৪.১২.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম/অ্যাকাউন্ট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অলোক প্রসাদ এবং শ্রীমতি সীমা প্রসাদ (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩ এইচ, ব্লক বি, ৪র্থতল, জি-১৪ তলা ভবনে টুইন টাওয়ার, অবস্থিত ৪৩৬ জি টি রোড (উত্তর), গ্রাম : গোলাবাড়ি, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া : ৭১১১০১। **শাখা : পার্ক স্ট্রিট** **অ্যাকাউন্ট নং ৭৫৬৪০১২৯১৩**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ০৩এইচ পরিমাণ এসবিইউ এরিয়া ১৩০০ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ২ ব্যালকনি ৪র্থতলে,ব্লক বি, বসবাসের প্রকল্প টুইন টাওয়ার নামে পরিচিত, অবস্থিত পরগনা, জেএল নং ১, আরএস নং ১৯৮৯, তৌজি নং ৮১১, আরএস দাগ নং ৯৮-১১১, ১১৪/২০৬, ১০৭/২০১, এলআর প্লট নং ৯০, ৯১, ৯৩-৯৮, ১০১-১০৬, ১১৪/২০৬, ১০৭/২০১, আরএস খতিয়ান নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ১, সিট নং ৪৬, মৌজা : গোলা বাড়ি, প্রেমিসেস নং ৪৩৬, জি টি রোড (উ), থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, পিন : ৭১১১০১। **চৌহদ্দি : পূর্বে** : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৪৩৬ জি টি রোড(উত্তর) এবং পিডব্লুডি রোড, **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ৪৩২ জি টি রোড (উত্তর) এবং হোল্ডিং নং ৪৩৫ জি টি রোড (উত্তর), **উত্তরে :** সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৪৩৩ জি টি রোড (উত্তর) এবং চলার পথ হোল্ডিং নং ৪৩৫ জি টি রোড (উত্তর), **দক্ষিণে :** পূর্ব রেলের সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৬৪,৫৮,৪০০.০০ টাকা ঘ) ৬,৪৫,৮৪০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30579073759 ছ) ৫৯,৪৪,৫৫৬.৭৯ টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তি : অঙ্কিত অতুল, অনুমোদিত অফিসার ৯৯৩৬৭৩০৭০৭

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বর পরিষেবা প্রদায়য়ের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ১৯.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১২.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.১২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪,৪২,৪১৩.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশ তেরো টাকা) ০৩.০৭.২০১৮** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া এবং শ্রী চন্দন পরশরামপুরিয়া (জামিনদাতা), উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট এনআরএফ-২৪৩, ডিএলএম নিউ টাউন, হাইট, রাজারহাট ব্লক-৬, কলকাতা - ৭০০১৫৬, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৮,২৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৮২,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট নং সি-১, অবস্থিত তিনতলায়, উত্তর-পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে লিফট সুবিধা সহ, সামনের অংশে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, ডব্লু সি সহ, এক কিচেন, এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, ছাদ ব্যবহার, সকলের জন্য পরিষেবা, ব্যয় এবং ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন, যা তপশিল 'সি' তে উল্লিখিত মতে ভোগ দখলের অধিকার এবং অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান নং ১৯৯-২০০৬-২০০৭ সালের, তারিখ ২৪.০৩.২০০৭ অনুযায়ী, যথাযথভাবে চন্দননগর পুরসভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত থানা : চন্দননগর, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, হোল্ডিং নং পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ, এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (পশ্চিম), পিন : ৭১২১৩৬ এবং ফ্ল্যাটের প্ল্যান লাল কালিতে চিহ্নিত সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট প্ল্যান দলিলের অংশ। **উল্লেখ্য দলিল নং ১-০২০৮৫/২০১৬, শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট দাগ নং ৬৩৬, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং এলআর দাগ নং ৬৭২ জমি, পূর্বে : ৫০ ফুট জি টি রোড, পশ্চিমে : প্লট দাগ নং ৬৭৫।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.১২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - II এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক এ
৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া
পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী পঙ্কজ কুমার, মোবাইল - ৯৬৭৪৭৯৮২৩৪ ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৩.১২.২০২৪ সময় - ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে
বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী উত্তম কুমার পোল্লে পিতা গোবিন্দ পোল্লে,** মা কঙ্কালী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩সি, ২য় তল, নারায়ণপুর, নতুনপল্লি, থানা : এয়ারপোর্ট, পো : গোপালপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৬, **আরও ঠিকানা :** প্রযত্নে নিউ বিশ্বকর্মা ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস, ২য়তল, ২০৫, পঞ্চাননগ্রাম। মার্টিন পাড়া, কলকাতা পিন : ৭০০১০০। এবং আরও ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : বাঙ্গালপুর, থানা : বাগনান, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩০৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং "৩সি" , চতুর্থতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট কমবেশি, ভবনের দক্ষিণ পূর্ব দিকে , ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি , ১ ডব্লুসি, ১ ব্যালকনি, **"মা কঙ্কালী অ্যাপার্টমেন্ট"** নামে ভবনে, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম-৪/২৮০, ব্লক-এন, নরেন্দ্র নগর, নতুনপল্লি, নারায়ণপুর, থানা : এয়ারপোর্ট বর্তমানে নারায়ণপুর, পরগনা-গোপালপুর, কলকাতা : ৭০০১৩৬, এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত ভবনে, উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমির পরিমাণ এরিয়া ৪ কাঠা কমবেশি, অবস্থিত মৌজা -গোপালপুর, জেএল নং ২, আরএস নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫৮/১, সিএস খতিয়ান নং ১৮৬৭/১	**১০,৯৮,১০১.১০ টাকা (দশ লাখ আটানব্বই হাজার একশ এক টাকা এবং দশ পয়সা)** ১৪.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	**১৮,২০,০০০ টাকা** / **১,৮২,০০০ টাকা** / **১০,০০০ টাকা**

এবং আরএস খতিয়ান নং ১৯৪০/৫, এলআর খতিয়ান নং ৭০/২, সিএস দাগ নং ৫০২৭ এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩২৩০, থানা : এয়ারপোর্ট, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪, বর্তমান বিধান নগর পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ২, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৪-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৯০৮৯ থেকে ১৩৯১২৪, দলিল নং ১৫০৪০৩২৩৭ -২০১৯ সালের। **সম্পত্তি শ্রী উত্তম কুমার পোল্লে পিতা গোবিন্দ পোল্লে এর নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্য অংশ সিএস দাগ নং ৫০২৭, **দক্ষিণে :** রঞ্জিত দেব এর জমি এবং ভবন, **পূর্বে :** ১৪ ফুট চওড়া চলার পথ, **পশ্চিমে :** হিমাংশু ভৌমিকের ভবন।

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় - ০৬.১২.২০২৪ এবং সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত — দখলের ধরন - স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে পাথ দেখুন https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২২.১১.২০২৪
স্থান : রাজারহাট, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দলবদলের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শোকীনকে টিকিট কেজরির

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: তিন দিন আগেই কংগ্রেস ছেড়ে আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন সুমেশ শোকীন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে আসন্ন বিধানসভা ভোটের টিকিট দিল আপ! শুধু সুমেশ নয়, টিকিট পেলেন সাম্প্রতিক অতীতে বিজেপি ও কংগ্রেস ছেড়ে আসা আরও পাঁচ নেতা।

বৃহস্পতিবার আসন্ন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করেছে আম আদমি পার্টি। দলের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপস্থিতিতে আম আদমি পার্টির নির্বাচনী উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের পরেই ওই তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, ১১ জনের মধ্যে ছ'জনই দলবদলু! একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে টিকিট দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

আপের প্রার্থিতালিকায় রয়েছেন সদ্য বিজেপি ছেড়ে আপে যোগ দেওয়া ব্রহ্ম সিং তনওয়ার, ছত্তরপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। ছত্তরপুর এবং মেহরৌলি কেন্দ্র থেকে এর আগেও তিন বার বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি। রয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক অনিল ঝা, লড়বেন কিরাদি কেন্দ্র থেকে। লদীনগর থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন বিবি ত্যাগী। দিল্লি পুরসভার দু'বারের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা চলতি মাসের শুরুতেই বিজেপি ছেড়ে আপে যোগ দিয়েছেন। এ ছাড়া, বদরপুরে আপের তরফে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবেন রাম সিংহ নেতাজি। রাম সিংহ বদরপুর কেন্দ্রে দু'বারের বিধায়ক ছিলেন। অতীতে বিএসপি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। গত ২০২০ সালে দল বদলে আম আদমি পার্টিতে যোগ দেন।

গত সপ্তাহেই আপে নাম লিখিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক বীর সিং ধিংগান। তালিকায় নাম রয়েছে তাঁরও। সীমাপুরী কেন্দ্র থেকে লড়বেন তিনি। রয়েছেন চৌধুরী জুবায়ের আহমেদ এবং সুমেশ শোকীনও। যথাক্রমে সীলমপুর এবং মাটিয়ালা কেন্দ্র থেকে লড়বেন এই দুই প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা। পাশাপাশি, বিধানসভা নির্বাচনে বিশ্বাস নগরের আসন থেকে দীপক সিংহলা এবং রোহতাস নগর থেকে সরিতা সিংহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঘোণ্ডা থেকে টিকিট পেয়েছেন গৌরব শর্মা। এ ছাড়া, কারাওয়াল নগর কেন্দ্র থেকে লড়বেন মনোজ ত্যাগী।

২০২৫ সালের শুরুতে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লি বিধানসভার ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টিতে জিতেছিল আপ। মাত্র ৮টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। গত ২৬ বছরে দিল্লির মসনদ দখল করতে পারেনি বিজেপি। কেন্দ্রে টানা তিন বার জিতে এলেও খাস রাজধানীতে বারবারই হেরেছে বিজেপি। এর মাঝে দলবদল করে আপে যোগ দিয়েছেন বিজেপি ও কংগ্রেসের একাধিক নেতা। আপ-কে ছেড়েও গিয়েছেন কেউ কেউ! রবিবারই দল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছেন দীর্ঘ দিনের আপ নেতা কৈলাস গেহলৌত। তাঁর দলত্যাগ নির্বাচনে কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে চলছে চর্চা।

কাসাবের মতো ইয়াসিন মালিকেরও ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে সুপ্রিম প্রশ্ন

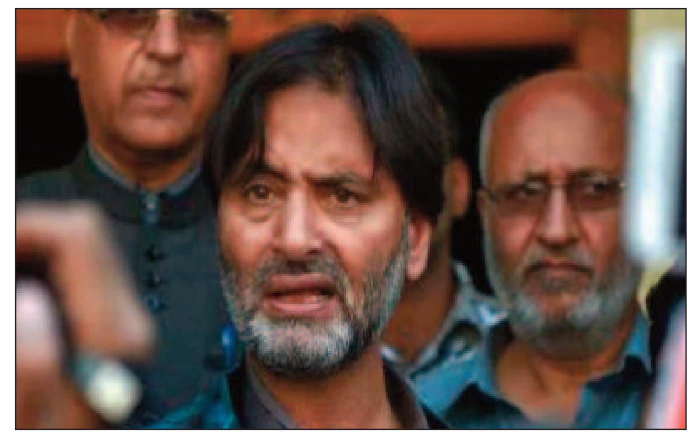

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: মুম্বইয়ে ২৬/১১-র সন্ত্রাসবাদী হামলায় জড়িত জঙ্গি আজমল কাসাব যদি ন্যায়বিচারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেতে পারে তবে ইয়াসিন মালিক কেন পাবেন না। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ)-এর নেতা ইয়াসিনকে দু'টি মামলার শুনানিতে জম্মুর আদালতে হাজির করাতে সিবিআইয়ের আপত্তি সম্পর্কে বৃহস্পতিবার এই প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট।

ইয়াসিনকে ইউএপিএ-র বিভিন্ন ধারায় ২০২২ সালের ২৪ মে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল নিম্ন আদালত। সন্ত্রাসে আর্থিক মদত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। আপাতত তিনি দিল্লির তিহাড় জেলে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। এরই মধ্যে ১৯৮৯ সালে সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা রুবাইয়াকে অপহরণ এবং ১৯৯০ সালে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে ভারতীয় বায়ুসেনার চার জওয়ানকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত ইয়াসিনকে বিচারের শুনানিতে হাজির থাকার জন্য নোটিস পাঠিয়েছে জম্মুর আদালত।

সিবিআই জম্মুর আদালতে ইয়াসিনের ব্যক্তিগত হাজিরা নিয়ে আপত্তি তোলায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই আবেদনের শুনানিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি এএস ওকা এবং বিচারপতি এজি মসিহের বেঞ্চকে সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'আমরা ইয়াসিনকে জম্মুর আদালতে হাজির করাতে চাই না।' ইয়াসিনের উপস্থিতিতে আদালতের নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে এবং সাক্ষীদের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানির কথা বলেন মেহতা।

কিন্তু সেই যুক্তি কার্যত খারিজ করে দিয়ে বেঞ্চ পাল্টা প্রশ্ন করে, 'বিচারপর্বের সময় অভিযুক্ত এবং সাক্ষীদের জেরা কী ভাবে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে করা সম্ভব?' জম্মু ও কাশ্মীরের ইন্টারনেট পরিষেবা যে স্থিতিশীল নয়, সে কথাও জানায় শীর্ষ আদালত। মেহতা তখন জানান, ইয়াসিনকে ব্যক্তিগত হাজিরার সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনে বিচারপ্রক্রিয়া দিল্লিতে সরানো হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ইয়াসিনের সংগঠন জেকেএলএফকে। চলতি বছর মার্চ মাসে সেই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। তার আগেই আরও পাঁচ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে মোদি সরকার। অক্টোবরে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ইউএপিএ ট্রাইবুনাল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে আবেদন জানিয়ে ইয়াসিন হলফনামায় বলেছিলেন, 'অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখন গান্ধিবাদী।'

যাত্রীবাহী গাড়িতে বন্দুক হামলায় হত ৩৮, আহত বহু

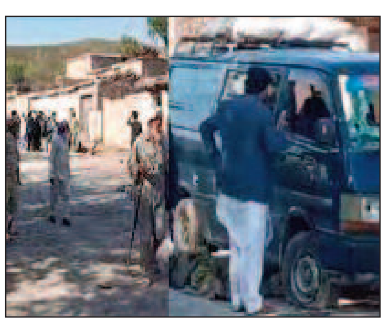

ইসলামাবাদ, ২১ নভেম্বর: আবারও পাকিস্তানে বড়সড় জঙ্গি হামলা। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে যাত্রীবাহী গাড়িতে বন্দুক হামলায় অন্তত ৩৮ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক নারী ও শিশু রয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রদেশটির প্রধান সচিব নাদিম আসলাম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কুররাম জেলায় বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটেছে। জেলাটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, অধ্যুষিত এলাকা। তাৎক্ষণিক ভাবে কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এক বিবৃতিতে যাত্রীবাহী গাড়িতে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

আসলাম চৌধুরী এ হামলার ঘটনাকে 'বড় ধরনের শোকাবহ ঘটনা বলে' বর্ণনা করেছেন। কুররাম জেলা আফগানিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে কয়েক দশক ধরে সশস্ত্র শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে ভূমি নিয়ে বিরোধ চলছে। কুররাম জেলার প্রধান শহর পারাচিনারের স্থানীয় বাসিন্দা জিয়ারাত হুসেন টেলিফোনে রয়টার্সকে বলেছেন, 'সেখানে দু'টি যাত্রীবাহী যানবাহনের বহর ছিল। একটি পেশোয়ার থেকে পারাচিনার এবং অন্যটি পারাচিনার থেকে পেশোয়ারে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাঁদের ওপর গুলি চালায়।' পেশোয়ার থেকে যাওয়া গাড়িতে নিজের স্বজন ছিল বলে জানান জিয়ারাত হুসেন। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে খাইবার-পাখতুনখোয়ায় একটি সেনাছাউনিতে আত্মঘাতী হামলা চালায় জঙ্গিরা। বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি ধাক্কা মারে সেনাছাউনির দেওয়ালে। তাতে সেনাছাউনি এবং আশপাশের অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন পাক সেনা।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে ওই হামলার পরে পালটা জবাব দেয় পাক সেনাও। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ছ'জন জঙ্গির মৃত্যু হয়। তবে এই হামলার নেপথ্যে কারা জড়িত ছিল, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি পাকিস্তান সেনা। যদিও 'গুল বাহাদুর গ্রুপ' নামে এক জঙ্গিগোষ্ঠী ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। বৃহস্পতিবারের হামলার ঘটনায় ওই একই জঙ্গিগোষ্ঠী জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফের রেলে সাপের অবাধ বিচরণ, জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে আতঙ্ক

ভোপাল, ২১ নভেম্বর: আবারও ট্রেনের মধ্যে সাপের আতঙ্ক ছড়াল। এ বার ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের জবলপুরগামী জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। বার বার একই রকম ঘটনা ঘটায় পরিষেবা নিয়ে ভারতীয় রেলের বিরুদ্ধে যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেনের ভিতরে যত্রতত্র সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন যাত্রীরাই।

ঘটনাটি দু'দিন আগের হলেও জনশতাব্দীর এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাটির তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে পশ্চিম-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হর্ষিত শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ট্রেনের কামরায় সাপ পাওয়া গিয়েছে বলে একটি অভিযোগ হয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত করা হচ্ছে। তবে কী ভাবে ট্রেনে সাপ এল, কোথাও কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রেনটি জবলপুর যাচ্ছিল। হঠাৎই কয়েক জন যাত্রী দেখেন ব্যাগপত্তর রাখার বাঙ্কার থেকে উঁকি মারছে একটি সাপ। খবর চাউর হতেই যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে সাপটিকে উদ্ধার করা হয়। এই প্রথম নয়, এর আগেও গত সেপ্টেম্বরে জবলপুর থেকে মুম্বইগামী গরিবরথ এক্সপ্রেসে সাপ পাওয়া গিয়েছিল। আবার অক্টোবরে ঝাড়খণ্ড থেকে গোয়াগামী ভাস্কো-দা-গামা এক্সপ্রেসের এসি কোচে ট্রেন পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনের কর্মীরাই সেই সাপ উদ্ধার করেন।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আইসিসির

তেলআভিভ, ২১ নভেম্বর: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও দেশটির প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। হামাসের সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধেও একই ধরনের পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে এ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ইজরায়েল ও হামাস উভয়ে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে অবস্থিত আইসিসি আজ বৃহস্পতিবার এ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। গত জুলাই মাসে গাজায় এক বিমান হামলায় দেইফকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েল।

চলতি বছরের মে মাসেও নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছিল আইসিসি। গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনা সাধারণ প্যালেস্টাইনি নাগরিকদের নির্বিচারে খুন করছে বলে অভিযোগ জানানো হয়েছিল নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে আইসিসির দফতরে। সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে 'হত্যা'র এই ঘটনার মূল চক্রান্তকারী হিসাবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে গ্রেপ্তারির দাবি জানানো হয়েছিল ওই আবেদনে। সেই আবেদন খতিয়ে দেখেই এ বার নেতানিয়াহু-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল আইসিসি।

উল্লেখ্য, ইজরায়েলের একটি অসমর্থিত সূত্রের দাবি, ইজরায়েলি বাহিনীর হানায় ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন হামাস-নেতা দেইফ। তা সত্ত্বেও পরোয়ানায় তাঁর নাম রয়েছে। আপাতত দেশের বাইরে ভ্রমণ করতে গেলেই গ্রেপ্তারির ঝুঁকি থাকতে পারে ওই তিনজনের। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলাকে কেন্দ্র করে ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ। এর প্রতিক্রিয়ায় লাগাতার হামলা শুরু করে তেল আভিভ। দু'মুখো আক্রমণে গাজায় প্রাণ হারান হাজার হাজার নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। এর পরেই সরব হন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত কৌঁসুলি করিম খান। এই প্রাণহানির জন্য নেতানিয়াহু এবং সিনওয়ারকে দায়ী করে অবিলম্বে তাঁদের গ্রেফতারির দাবি জানান করিম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 4th Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-04/2024-25, Sl. 2, Date- 21.11.2024. Bid Submission Start Date : **22.11.2024 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **28.11.2024 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **30.11.2024 at 11:00 AM.** For details information visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

PUJALI MUNICIPALITY
Purba Nischintapur, Pujali,
South 24 Parganas, Kolkata 700138
Nit No. 085 / PM / PWD / 2023-24 (2nd call), Dated: 20/11/2024 for 1 no Civil work. Tender submission closing date **07/12/2024 at 10:00 hrs**. For details visit : **www.wbtenders.gov.in,** website: **www.pujalimunicipality.in,** office Notice Board.
Sd/- (Tapas Biswas)
Chairperson
Pujali Municipality

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 48/ E.O. Kh-II / 2024-25 (Tender ID: 2024_ ZPHD_771284_1), Date: 21.11.2024.** for Dining Shed under Block area. Last date of bids ends on **28.11.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites Quotation vide quotation no. **07/Electrical Materials/ C.M/ 2024-2025, Dt:-20.11. 2024** for supplying electrical materials. For further information please visit Chakdaha Municipal Office or follow the municipal office's notice board.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-কন-কেজিপি-ম্যানিং-২৪-০৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। ই-টেন্ডারটি খোলার তারিখে দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে। **খোলার তারিখ ঃ** ১৩.১২.২০২৪। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ০২ বছরের জন্য এসএসই/ইএল/কন/কেজিপি-র নন-সাবার্বান অধিক্ষেত্রে নন-কোর ট্র্যাকশন এবং অফিসের সাধারণ পরিষেবা সম্পদগুলির প্রহরা/দেখভাল করার কাজ। **মূল্য ঃ** ১৪,৮১,৭৯৭.৯২ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২৯,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে ও অনলাইনে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই কাজগুলির জন্য কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য দরদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।
(PR-812)

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
e-NIT No: 10/EE/WBSRDA/S24/SF/ 2024-25 dt. 21.11.2024 For and on behalf of Panchayats and Rural Development Department, Govt. of West Bengal,The Executive Engineer, **WBSRDA, South 24 Parganas Division** invites percentage rate for **e-NIT No: 10/EE/WBSRDA/S24/SF/2024-25 dt. 21.11.2024** for Upgradation of 1 no. of road under State Fund. The **Last date of bid submission for one number of NIT is 07.12.2024 at 17:30 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NIT NO - 48/ ADH_GP/ 2024-25_Date-21/11/2024 and Published date -22/11/2024 NOS Scheme-02 each tender Document download start date From **22.11.2024, 9.00 A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **22/11/2024 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **11/12/2024 upto 1.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **13/12/2024 (After 12.00 A.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.
Sd/- **Soma Das,** Prodhan
Adhata Gram panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/020(e)/2024-25 dt.: 20.11.2024
1. Repair and overhauling of Filter beds including supply and filling of filter media along with allied works at 10.84 MLD Water Treatment Plant at Babughat under Uttarpara-Kotrung Municipality, Uttarpara, Hooghly. Bid Submission Closing Date: **09/12/2024.**
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
UK Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1.	Renovation work at Jogi Mitra Burning Ghat in ward no. XI, under Jaynagar Majilpur Municipality.	WBMAD/ULB/JOY-NAGAR-MOZILPUR/ 19/2024-25

Tender ID: **2024_MAD_771488_1**
Bid submission starting date: **21/11/2024 at 09:00 AM.**
Bid submission closing date: **29/11/2024 at 05:30 PM.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Joynagar Mozilpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-25/2024-25
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 02.12.2024 in place of 20.11.2024 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_766154_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-29 of 2024-2025 Dated 20.11.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill- Sahebpur, P.O.- Champahati, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 1, Memo No.- 245/KP-II /2024-25, Date : 20.11.2024 and NIT No.:- 2, Memo No.- 250/KP-II /2024-25, Date : 21.11.2024.** Total Scheme-5 Nos., Fund :- 15th FC (Untied, 1st installment 2024-2025). Date of Publish of Tender: **20.11.2024 (NIT-01) & 21.11.2024 (NIT-02) from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **28.11.2024 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **02.12.2024 at 12:30 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	শিবপুর গঙ্গা ঘাট নির্মাণ এবং সংস্কারসাধন	No-016/Cons./24-25 তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২.	ওয়ার্ড নং ৫০, ১১, ৪৯, ৩৬, ২৬ অধীনে বিভিন্ন স্থানে নিকাশি নির্মাণ এবং সংস্কারসাধন	
৩.	এইচ এম সি ওয়ার্ড নং ২২, ২৩ এবং ৪১ অধীন জঞ্জাল অপসারণের জন্য বিকল্প পরিবহণ কেন্দ্রের নির্মাণ এবং সংস্কারসাধন	
৪.	পুরানো বিটিজি তে প্ল্যাটফর্ম সহ সড়ক নির্মাণ	
৫.	এইচ এম সি জঞ্জাল বিভাগের অধীন ৫০ নং ওয়ার্ডে ২ টি ব্যাটারি চালিত ভ্যান মেরামতি	
৬.	জঞ্জাল বিভাগের অধীন ১ টি ব্যাক হো লোডার এর ভাড়া চার্জ	

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৫.১২.২০২৪ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১০১(৩)/২৪-২৫
২১.১১.২৪
ওএসডি অ্যান্ড এক্স-অফিসিও এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
E-NIT NO:- 08/BON-1/2024-25, DTD:- 19/11/2024 & 09/BON-1/2024-25, DTD:- 19/11/2024 (5TH SFC UNTIED & 15TH CFC UNTIED) 2 NOS. C.C. ROAD IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, BONDUL-1 GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY. LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **02/12/ 2024 UP TO 11.00 A.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT https://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Sinking of Tube-well 100mm x 30mm dia. with Platform and Soak pit .	**NIT -520/15th FC tied/NIT/BGP /2024** 1) Near house of Kartik Jana,Scheme Cost- 201483.00 2) Near Bisalaxmi Mandir Brajaballavpur Dakshin, Scheme Cost-201483.00 3) Near the shop of Probodh Maity, Scheme Cost- 201483.00 4) Near the house of Kabita Patra, Scheme Cost- 201483.00 5) Near the house of Bhim Bhunia, Scheme Cost- 201483.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1 is : 02/12/20244-00 p.m.
For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

আর. ভি. ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিলারস লিমিটেড
(CIN: U65993WB1972PLC028595)
রেজি. অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৮ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ
কলকাতা - ৭০০০১৯, ইমেল : rvidl@kirtivardhan.com
শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে :
১. ইন্ডিয়া জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানি লি. (CIN: U51909WB1952PLC020322)
২. লাডলো কেমিক্যাল সলিউশনস লি. (CIN: U51100WB1994PLC065400)
৩. সিজবেরিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (CIN: U65191WB1994PLC065401)
৪. সিজবেরিয়া ডেভলপারস লি. (CIN: U70101WB2006PLC108267)
(একত্রে "হস্তান্তরকারী কোম্পানি" হিসেবে উল্লিখিত)
মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ১) ইন্ডিয়া জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড, ২) লাডলো কেমিক্যাল সলিউশনস লিমিটেড, ৩) সিজবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং ৪) সিজবেড়িয়া ডেভেলপার্স লিমিটেডের সহিত আর ভি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিলার্স লিমিটেডের "**সংযুক্তি প্রকল্প**" উল্লেখ্য ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এক আদেশ বলে অনুমোদন দিয়েছে। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সংযুক্তি প্রকল্প রূপায়ণে প্রক্রিয়াবদ্ধ সে কারণে কোম্পানি **শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪** তারিখ সংশ্লিষ্ট সংযুক্তি প্রকল্প অনুযায়ী শেয়ার পরিবর্তনের হারের অনুপাত নির্ধারণের জন্য আর ভি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিলার্স লিমিটেডের শেয়ারের প্রতিটির প্রাথমিক মূল্য ১০০০ টাকার শেয়ার অধিকারের যোগ্য বিবেচনায় উক্তনাম্নী হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলির সদস্যদের নাম নির্ধারণের কাট অফ ডেট স্থির করেছে। সংশ্লিষ্ট কাট অফ ডেটের পরবর্তীতে হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলির/অংশত অধিকার এর আইএসআইএন এর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আপনাদের শেয়ারসমূহ অকার্যকর করা হবে এনএসডিএল/আরটিএ দ্বারা। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া যথাযথ সম্পূর্ণ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী আংশিক অধিকার বিবেচিত মূল্য ডিমান্ড ড্রাফট, পে অর্ডার এর আকারে সরাসরি পাঠিয়ে দেবে।
আর. ভি. ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিলারস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ নভেম্বর, ২০২৪
এন. কে. শেঠিয়া
ডিরেক্টর

সফর শুরুর আগেই ভারতীয় দলে বদল

চোট খলিলের, জায়গা নিলেন পাঁচ ছক্কা খাওয়া পেসার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুশীলনে চোট পেয়েছেন খলিল আহমেদ। তাঁকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে। সেই জায়গায় যশ দয়ালকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে। খলিল ভারতের রিজার্ভ দলে ছিলেন। দয়াল সেই জায়গায় রিজার্ভ দলেই যোগ দেবেন। দয়ালকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে নেওয়া হয়েছিল। একটি ম্যাচেও খেলানো হয়নি। কিন্তু তার পর থেকে আর টেস্ট দলে ডাক পাননি তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দলে নেওয়া হলেও খেলানো হয়নি। সেই দয়ালকেই এ বারে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হল। জোহানেসবার্গ থেকে পার্থ গিয়েছেন দয়াল।

চোট পাওয়ার পর থেকেই নেটে বল করতে পারছেন না খলিল। ভারতীয় দলের চিকিৎসকেরা তাই রাজস্থানের বাঁহাতি পেসারকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, তমিচেল স্টার্ককে সামলানোর জন্য নেটে এক জন বাঁহাতি পেসার প্রয়োজন ভারতের। সেই কারণে বাঁহাতি পেসার খলিলের বদলে এক জন বাঁহাতি পেসারকেই আনা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত এ দলের হয়ে খেলার কথা ছিল দয়ালের। কিন্তু খলিল যদি বল করতে না পারে তা হলে ওকে অস্ট্রেলিয়ায় রেখে কী লাভ? চোট নিয়ে দেশে ফেরা খলিল কবে সুস্থ হবেন তা স্পষ্ট নয়। সুস্থ হলে তাঁকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে দেওয়া হবে কি না সেটাও এখনও জানা যায়নি। আইপিএলে তিনি খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। দিল্লি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে নিলামে উঠতে হবে খলিলকে। দয়ালকে রেখে দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফলে তাঁকে নিলামে উঠতে হবে না। ২০২২ সালে দয়াল খেলতেন গুজরাত টাইটান্সের হয়ে। সেই সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংহ তাঁকে এক ওভারে পাঁচটি ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। রিঙ্কু এবং দয়াল উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটার। তাঁরা একই দলের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন।

নিজের জন্য জ্ঞান বাঁচিয়ে রাখুন, সঞ্জয় মঞ্জরেকরকে ধুয়ে দিলেন মহম্মদ সামি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার বিতর্কে সঞ্জয় মঞ্জরেকর। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঠোঁটকাটা বলে ক্রিকেটমহলে পরিচিত। রাখঢাক না করেই বলে দেন মনের কথা। আর তাতে বিতর্কও বেঁধে যায়। এ বারও তাই হল। মঞ্জরেকরকে এ বার কার্যত ধুয়ে দিলেন মহম্মদ সামি। চোট সারিয়ে ৩৬১ দিন পর ক্রিকেটে ফিরেছেন সামি। বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে পারফর্মও করেছেন। জিতিয়েছেন দলকে। ওই ম্যাচ কার্যত ট্রায়াল ছিল সামির। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য সামিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। তার মধ্যেই আবার মঞ্জরেকর তীর্যক মন্তব্য করেছেন তাঁকে নিয়ে। আইপিএলে নিলাম রবি ও সোমবার। মেগা নিলামে চোটপ্রবণ সামির দর নাও উঠতে পারে। মঞ্জরেকরের এই মন্তব্যে কী বললেন সামি?

মঞ্জরেকর দাবি করেছেন, নিলামে প্রত্যাশা মতো দর পাবেন না সামি। মঞ্জরেকর বলেছেন, 'বিভিন্ন দলের ওকে নিয়ে নিশ্চিত ভাবেই আগ্রহ থাকবে। কিন্তু সামির যা চোটের গল্প, শেষটার জন্য যে সময় লেগেছে ওর ফিট হতে, মরসুমের মাঝপথে ওর চোট পাওয়ার একটা চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি বিপুল টাকা খরচ করে ওকে নেয় আর মাঝপথে খেলতে না পারে, দলকে ভুগতে হবে। এই কারণে ওর দর কিছুটা পড়তে পারে।'

এতেই চটেছেন সামি। অতীতে বাংলার পেসার সমালোচকদের জবাব দিতে পিছপা হননি। এ বারও তার ব্যতিক্রম হল না। সামি কটাক্ষ করে বলেছেন, 'বাবা কি জয় হোখ!' এতেই থামেননি তিনি। লিখেছেন, 'খানিকটা জ্ঞান নিজের ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রাখুন সঞ্জয়জি, কাজে লাগবে।' সেই সঙ্গে মজা করে বলেছেন, 'কারও যদি ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছে থাকে, স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' বাংলার সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টির স্কোয়াডেও রয়েছেন সামি। নিলামের এক দিন আগে একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ পাচ্ছেন।

ছ'বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটে হার্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছ'বছর পর আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন হার্দিক পাণ্ড্য। আইপিএলের নিলামের আগেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলবেন তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় বরোদার হয়ে খেলতে দেখা যাবে হার্দিককে। টেস্ট দলে তিনি দীর্ঘ দিনই সুযোগ পান না। ফলে অস্ট্রেলিয়া সফরে সিনিয়র ক্রিকেটারেরা ব্যস্ত থাকার সময় হার্দিক গা ঘামাবেন সাদা বলের ক্রিকেটে।

চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন হার্দিক। তবে নিজেকে ফিট রাখার লক্ষ্যে বসে থাকতে চান না। তাই সৈয়দ মুস্তাকে খেলা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেষ বার ২০১৬ সালে

এই প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন তিনি। তার পরে ভারতের হয়ে নিয়মিত খেলার কারণে আর সুযোগ পাননি।

অন্য দিকে, ক্রুণাল রাজ্য দলের হয়ে লাল বলের ক্রিকেটে মরসুমের শুরু থেকেই খেলছেন। রঞ্জি ট্রফির প্রথম পর্বে তাঁর অধিনায়কত্বে পাঁচটি ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে বরোদা। মুম্বইকেও হারিয়েছে তারা। সাত ইনিংসে ৩৬৭ রান করেছেন ক্রুণাল। একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতরান রয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে খেলার আগে কর্ণাটক রাজ্য সংস্থার হয়ে একটি প্রতিযোগিতায় নেমে ফাইনালে শতরান করে নিজের দলকে ট্রফি জিতিয়েছিলেন ক্রুণাল। গত বার সৈয়দ মুস্তাকের ফাইনালে উঠেছিল বরোদা। হারে পঞ্জাবের কাছে। এ বার ট্রফি জয়ের জন্য তারকাখচিত দল গড়া হয়েছে।

তিন শতরান, চার শূন্যও!

তিরস্কার নয়, পুরস্কারই এল সঞ্জুর জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতৃত্বে ফিরলেন সঞ্জু স্যামসন। ভারতীয় দলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফর্মে ফিরেছেন তিনি। একই বছরে তিনটি শতরান করেছেন। আবার শূন্যও করেছেন চারটি। যদিও শূন্য নয়, সমর্থকেরা মনে রাখতে চাইবেন শতরানগুলিই। সেই সঞ্জুকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে অধিনায়ক করল কেরল।

আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু। এ বার কেরলকেও নেতৃত্ব দেবেন তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে প্রথম শতরান করেন। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দু'টি শতরান করেন তিনি। পাঁচ ম্যাচে তিনটি শতরান করা সঞ্জু এ বার খেলবেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে মুস্তাক আলি। চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময় ভারতের কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ নেই। তাই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে অসুবিধা নেই সঞ্জুর।

রঞ্জি ট্রফিতে কেরলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সচিন বেবি। তাঁর নেতৃত্বে রঞ্জি খেলেছেন সঞ্জু। এ বার ভারতীয় উইকেটরক্ষককে অধিনায়ক করল কেরল। তবে রঞ্জিতে একটি ম্যাচেই খেলেছিলেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের মাঝে বেঙ্গালুরুতে কর্নাটকের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন সঞ্জু।

মুস্তাক আলিতে সঞ্জুর কেরল রয়েছে গ্রুপ ই-তে। সেই গ্রুপে রয়েছে মুম্বই, গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সার্ভিসেস এবং নাগাল্যান্ড। হায়দরাবাদে হবে এই গ্রুপের সব ম্যাচ।

কেরলের দল সঞ্জু স্যামসন (অধিনায়ক এবং উইকেটরক্ষক), সচিন বেবি, রোহন কুন্নুমাল, জলজ সাক্সেনা, বিষ্ণু বিনোদ, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, বসিল থাম্পি, সলমন নিজার, আব্দুল বাজিত, অখিল স্কারিয়া, আজনাস এম, সিজোমন জোসেফ, মিঠুন এস, বৈসাখ চন্দ্রন, বিনোদ কুমার, বাসিল এন পি, শারাফুদ্দিন এন এম, নিধেশ এম ডি।

মহম্মদ সামির অপেক্ষায় ক্যাপ্টেন জসপ্রীত বুমরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর ক্রিকেট মাঠে প্রত্যাবর্তন হয়েছে মহম্মদ সামির। কতটা ফিট? রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে তার ঝলক পাওয়া গিয়েছে। মহম্মদ সামিকে এখনও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির স্কোয়াডে যোগ করা হয়নি। ২৩ নভেম্বর শুরু সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। বাংলা ক্রিকেট সংস্থা সামিকে রেখেই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। আর কয়েকটা ম্যাচ খেললেই হয়তো অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরবেন সামি। পারথ টেস্টে ভারতের ক্যাপ্টেন তথা দলের সেরা পেসার জসপ্রীত বুমরাও দ্রুতই নিজের বোলিং পার্টনারকে চাইছেন। কী বলছেন বুমরা?

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সামি না থাকায় জসপ্রীত বুমরার উপর বাড়তি চাপ পড়বে। বর্তমান স্কোয়াডে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ পেসার বুমরাই। উল্টোদিকে সামি থাকলে যে পরিস্থিতি অন্যরকম হত,বলাই যায়। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবং নানা দ্বিপাক্ষিক সিরিজেই তা দেখা গিয়েছে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে সামি খেলবেন এমনটাই প্রত্যাশা। তবে কোন ম্যাচ থেকে পাওয়া যাবে, নিশ্চিত নয়।

রাত পোহালেই শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। পার্থ টেস্টের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা বলছেন, 'সামি আমাদের টিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। টিম ম্যানেজমেন্ট ওর উপর কড়া নজর রাখছে। সব কিছু ঠিক থাকলে ওকে দ্রুতই হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যাবে।' গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর রঞ্জিতেই প্রত্যাবর্তন। দু-ইনিংস মিলিয়ে সাত উইকেট, ব্যাট হাতেও অবদান রেখেছেন সামি। বাংলা মরসুমের প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। তবে এক ম্যাচ দিয়েই সামিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট, বুমরার কথাতেও যেন তেমনই ইঙ্গিত।

ভারতের কোনও ক্রিকেটারকে অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা দিতে চান না প্যাট কামিন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগেই উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেন প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁর দলে কোনও ভারতীয়কে জায়গা দিতে চান না। যদিও সতীর্থেরা একমত হননি। তাঁরা পছন্দমতো ভারতীয় ক্রিকেটারদের দলে সুযোগ দিয়েছেন।

সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়ার এক চ্যানেলের তরফে কয়েক জন ক্রিকেটারকে আলোচনায় হাজির করা হয়েছিল। সেখানে সবার সামনে প্রশ্ন রাখা হয়, অস্ট্রেলিয়া দলে কোন ভারতীয়কে জায়গা দিতে চান তাঁরা। প্রত্যেকেই তাঁর উত্তর দিয়েছেন। শুধু কামিন্স বলেন, তকাউকে জায়গা দিতে চাই না।

অফস্পিনার নাথান লায়ন বলেছেন, তআমাদের দলে (স্টিভ) স্মিথ, মার্নাস (লাবুশেন) রয়েছে। এর সঙ্গে বিরাট (কোহলি) যোগ দিলে খুব শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন-আপ হবে।দ অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ বলেছেন, তআমি ঋষভ পন্থকে বেছে নেব। পাঁচ নম্বরে ও ব্যাট করবে। খুব নরম মনের, তরুণ ক্রিকেটার। দিল্লিতে ও আমার অধিনায়ক ছিল। ঋষভ কী করতে পারে আমরা সকলেই জানি।

ওপেনার ট্রেভিস হেড বেছেছেন রোহিত শর্মাকে। বলেছেন, তরোহিত এখন আগ্রাসী ব্যাটিং করছে তাই না। ওর আগ্রাসী মানসিকতাই আমি চাই। হয়তো আপনারা ভেবেছিলেন আমি বিরাটের নাম নেব। তবে আমি অন্য ভাবে ভাবতে ভালবাসি। তাই ওপেনে রোহিতকে নেব। পেসার স্কট বোলান্ড বলেছেন, তআমি যশপ্রীত বুমরাকে বেছে নেব। তিন ফরম্যাটেই ও খেলতে পারে। বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলারদের একজন ও।

আরও এক পদক্ষেপ পাকিস্তানের, ভারতের আপত্তি নিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে পাক বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানেই হবে? নাকি ভারতের আপত্তিতে সেখান থেকে প্রতিযোগিতা সরে যাবে? এই ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি আইসিসি। তার মাঝেই আরও এক পদক্ষেপ করল পাক ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার উপর চাপ বাড়াচ্ছে তারা।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও সুমের আহমেদ সৈয়দকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ডিরেক্টর ঘোষণা করেছে বোর্ড। তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে, এ বার আর দেশের বাইরে প্রতিযোগিতা যেতে দেবে না। সুমেরকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বলেন, তএত বড় প্রতিযোগিতার দায়িত্ব সামলানোর জন্য সুমের আদর্শ। আমরা গোটা বিশ্বকে দেখাতে চাই যে, সফল ভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারি। ক্রিকেটার ও দর্শকদের সব রকম সুযোগ সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে একটা বড় পালক হয়ে থাকবে।দ

ভারতীয় বোর্ড চাইছে, এশিয়া কাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও অন্য দেশে ম্যাচ খেলতে। অর্থাৎ 'হাইব্রিড মডেল'-এ খেলতে। তবে পাকিস্তান বোর্ড চায় সব ম্যাচ সে দেশেই হোক। পিসিবি প্রধান নকভি বলেন, তযদি পাকিস্তানে দল পাঠানো নিয়ে ভারতের কোনও সমস্যা থাকে তা হলে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুক। আমরা সেই সমস্যা মিটিয়ে দেব। পাকিস্তানে আসতে ভারতের কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়।দ

নকভি জানিয়েছেন, ভারতের না আসার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা চেয়ে আইসিসি-কে চিঠি পাঠিয়েছে পিসিবি। সেই চিঠির এখনও উত্তর পাননি তাঁরা। তিনি বলেন, তআমরা সরাসরি আইসিসি-র সঙ্গে কথা বলছি। ওদের থেকে উত্তর চেয়েছি। এখনও সেটা পাইনি।

জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলে তাঁর সঙ্গে কি কথা বলবেন? নকভির উত্তর, তএ ভাবে হয় না। প্রতিটা বোর্ড স্বাধীন। তাদের নিজস্ব মত রয়েছে। আইসিসি-র উচিত নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাঁচিয়ে রাখা। কারণ ওরা সব দেশের প্রতিনিধি।দ রাজনীতি এবং ক্রিকেট একসঙ্গে না দেখার অনুরোধ আবারও করেছেন নকভি। বলেছেন, তখেলাধুলো এবং রাজনীতি দুটো আলাদা। আমি চাই না কোনও দেশ সেটাকে মিশিয়ে ফেলুক। আশা রাখছি ভারত আসবে পাকিস্তানে।দ

এই বিতর্কের মাঝেই ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে পাকিস্তান।

জাডেজা-সুন্দরকে পিছনে ফেলে পারথ টেস্টের টিকিট পাচ্ছেন অশ্বিন!

নিজস্ব প্রতিবেদন:কয়েকদিন আগে মহারাজ বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে ভারতীয় টিমের কম্বিনেশন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'টিমের সেরা স্পিনারকে খেলাতেই হবে।' পারথ টেস্টের আগে কথাগুলো রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্য বলেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে সব সময় স্পেশালিস্ট প্লেয়ারদের খেলাতে হয়। আর অজি টিমে একঝাঁক বাঁ হাতি প্লেয়ার রয়েছে। ফলে অশ্বিন কিন্তু প্রভাব ফেলতে পারে।' সৌরভের কথাই কি একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? ক্রিকেট মহলে তা নিয়েই চলছে আলোচনা। যা পরিস্থিতি, তাতে শোনা যাচ্ছে পারথ টেস্টে ভারতের একমাত্র স্পিনার হিসেবে খেলতে পারেন অশ্বিন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের পিচ হতে চলেছে সবুজ গালিচার মতো। যেখানে জোরে বোলাররাই যে আসল কাজ করবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু পরের দিকে স্পিনার কার্যকরী হতে পারে ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্ট অনুযায়ী তিন পেসার, ১ স্পিনার ও এক পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে নীতীশ কুমার রেড্ডির পারথে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে। এক স্পিনার খেলিয়ে বিপদে পড়বে না তো টিম ইন্ডিয়া?

বাঁ হাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের রেকর্ড ভালো রয়েছে। যে কারণে রবীন্দ্র জাডেজার জায়গায় স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে পারথ টেস্টে খেলার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন অশ্বিন। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ এখনও ঘোষণা হয়নি। কিন্তু উসমান খোয়াজা, ট্রাভিস হেড, অ্যালেক্স ক্যারির মতো তিন বাঁ-হাতি ব্যাটার যে একাদশে থাকবেন, তেমনটাই বলছে ক্রিকেট মহল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় টিমে তিন স্পিনার রয়েছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ছাড়াও রবীন্দ্র জাডেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর রয়েছেন ৫ টেস্টের এই সিরিজে।

ওয়াশিংটন সুন্দরকে পারথ টেস্টে খেলিয়ে আবার ভারতীয় টিম চমকেও দিতে পারে। অনেকেই বলাবলি করছেন যে, কয়েকদিন আগে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সময় ডাক পড়েছিল সুন্দরের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**